চলো জান্নাতের সীমানায়

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

হাতে মাত্র কয়েকটি খেজুর। সবগুলো খেয়ে শেষ করতে কয় মিনিট আর দেরি হতো! কিন্তু এতটুকু সময়ও দেরি করতে রাজি নন প্রিয়নবির সাহাবি। হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। পূর্ণ করলেন মহান রবের সাথে নিজের কৃত প্রতিশ্রুতি। কত সহজে পৌঁছে গেলেন জান্নাতের সীমানায়!... যেথায় মিলবে দয়াময়ের দিদার—কীভাবে তর সয় সেথায় প্রবেশে!

প্রিয় পাঠক! আমরা দয়াময়ের সন্তুষ্টি লাভের আশা রাখি; সহজে জান্নাতে প্রবেশের পথ খুঁজে ফিরি—আসুন না, দয়াময়ের সন্তুষ্টিলাভ ও জান্নাতে প্রবেশের সে সহজ পথটি চিনি। যে পথে চললে আবারো আমরা ফিরে পাব হারানো সম্মান, দুনিয়ার বুকে সমুন্নত থাকবে দ্বীনের ঝান্ডা, সর্বোপরি সহজে প্রবেশ করতে পারব জান্নাতের সীমানায়—আমাদের উদ্দেশে সে পথটিরই পরিচয় তুলে ধরেছেন আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম (انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) নামক তাঁর অনন্য সাধারণ গ্রন্থে। বাংলায় গ্রন্থটি আমরা প্রকাশ করেছি 'চলো জান্নাতের সীমানায়' নামে। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হতে পারবেন।

আল্লাহ তাআলা এ উপকারী গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন (আমিন)।

- রফিকুল ইসলাম

বই	চলো জান্নাতের সীমানায়
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

চলো জান্নাতের সীমানায়

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

প্রথম প্রকাশ
জিলহজ ১৪৪০ হিজরি / আগস্ট ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১২৪ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা'। আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاء) সিরিজ। তাঁর উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক! এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—'চলো জান্নাতের সীমানায়।' মূল আরবি নাম (اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا)। বইটিতে উঠে এসেছে দ্বীনের অন্যতম মজলুম ফরজ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কথা। শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে দ্বীনের পথে সালাফের আত্মত্যাগের অনুপম আলেখ্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে শাহাদাতের বিপুল প্রতিদান ও মুজাহিদের অতুল মর্যাদার বর্ণনা। জিহাদ পরিত্যাগের ভয়ংকর পরিণতির কথাও আলোচিত হয়েছে বাস্তবতার

ক্যানভাসে। স্থানে স্থানে সংযোজিত একঝাঁক চয়িত কাব্যাংশ বইটির আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। উম্মাহর সমসাময়িক করুণ অবস্থা ও জিহাদের অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে সারগর্ভ বক্তব্য স্বল্প পরিসরেও এনে দিয়েছে পূর্ণতার আমেজ।

ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্যাসে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সে সময়ের ছবি—যখন আমরা ছিলাম বিজয়ী জাতি। টগবগে যুবকরা তখন জিহাদে যাওয়ার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। শহিদের মা হওয়ার গর্বে ফুলে উঠত উম্মাহর মা'দের বুক। বিজয়ের কৃতিত্ব আর শাহাদাতের সাফল্য নিয়ে ফিরে আসত দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেতনাবাহী জিহাদি কাফেলা। উম্মাহর স্বপ্ন, সাধনা ও সাফল্য আবর্তিত হতো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে কেন্দ্র করে।

প্রিয় পাঠক! চলুন ভেতরে যাই। শাইখের অভিনব উপস্থাপনায় অবগাহন করি ইলমের অনাস্বাদিত পাঠে। চলুন সোনালি যুগের বরেণ্য মনীষীদের সহযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি জিহাদের ময়দান থেকে। দেখে আসি তাঁদের বীরোচিত অভিযান ও সাফল্যভরা জয়যাত্রা।

আশা করি, বইটি আপনার অন্তরে জাগিয়ে তুলবে উম্মাহর ভালোবাসা আর দ্বীনের প্রতি দায়িত্ববোধ। হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেবে শাহাদাতের মধুর তামান্না—মুজাহিদ হয়ে বেড়ে ওঠার অদম্য বাসনা। ইমানের গভীর উপলব্ধি ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে নিফাকের মরণব্যাধি। ঘুমন্ত অন্তরে সঞ্চারিত করবে জিহাদের হারানো চেতনা। বস্তুত এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ব্যয়িত হোক দ্বীনের পথে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

আমীমুল ইহসান
১২ জুলাই, ২০১৯ ইসায়ি

সূচিপত্র

প্রবেশিকা

জিহাদ ইসলামের দুর্গ ও সীমানাপ্রাচীর। দ্বীনের ভিত্তি ও স্তম্ভ। ইসলামি রাষ্ট্রের দুর্জেয় ঘাঁটি। উম্মাহর মজবুত খুঁটি। জিহাদের মাধ্যমেই সুরক্ষিত হয় সম্মান ও মর্যাদা, সংহত হয় মুসলিম ভূখণ্ডের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব। শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করা, তাদের সমরশক্তি ধসিয়ে দেয়া, উদ্ধত শির চূর্ণ করা, ক্ষমতার উত্তাপ নিস্তেজ করে দেয়া এবং উদগ্র বাসনার রাশ টেনে ধরার একমাত্র উপায় জিহাদ।

ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জিহাদের ওপর নির্ভর করে। জিহাদ দুশমনদের আতঙ্ক, হিংসুকদের মর্মবেদনা এবং বেইমানদের নিষ্ফল ক্রোধের কারণ। জিহাদের মাধ্যমেই বিস্তৃতি লাভ করে ইসলামি কল্যাণ-রাষ্ট্রের সীমানা, বৃদ্ধি পায় দ্বীনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি, সংহত হয় ইসলামের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। সর্বোপরি আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়িত হয় আল্লাহর আইন।

জিহাদ যে জাতিই ছেড়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। ক্ষমতার মসনদ থেকে ছিটকে পড়েছে। তাদের ওপর চেপে বসেছে অপমানের বোঝা। অসাড় পদযুগল পেঁচিয়ে ধরেছে হীনতা ও লাঞ্ছনার কঠিন শিকল। তাদের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে শত্রুর লোভাতুর দৃষ্টি। মনের অজান্তেই তারা পদার্পণ করেছে মৃত্যুর সীমানায়। হৃদয়জুড়ে তাদের অজানা আতঙ্কের নিঃশব্দ বিস্তার। নিজ দেশেই যেন তারা পরবাসী। যেকোনো ক্ষুধার্তের খোরাক তারা। যেকোনো লোভীর লুটের মাল। শত্রুর ক্ষুধা মেটাতে তারা উপোস করে। লুটেরাদের কাপড় জোগাতে তারা বিবস্ত্র থাকে। জালিমের ভাগ্য গড়তে বিলিয়ে দেয় নিজেদের ভবিষ্যৎ।[১]

ইসলামের প্রচার ও প্রসার, দ্বীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, তাওহিদের পথে আহ্বান এবং সুযোগসন্ধানী কাফিরদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

---

১. কিতাবুল ওয়াসিলাহ, শাইখ মুহাম্মাদ আবুল ওয়াফা, পৃষ্ঠা নং ৮৪।

‘তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো, সরঞ্জাম হালকা হোক বা ভারী; আর জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা জানতে।’[২]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

‘আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে—হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।’[৩]

ইবনে কাসির ﷺ বলেন, ‘এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, মুমিন বান্দারা যদি তাদের জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তিনি বিনিময় হিসেবে তাদের জান্নাত দান করবেন।’

এটি মূলত তাঁর দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ। কেননা, তিনি এমন বস্তুর বিনিময় দিতে রাজি হয়েছেন, যার মালিক তিনি নিজেই। অনুগত বান্দাদেরকে এই বিনিময় প্রদান তাঁর একান্ত অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। এজন্যই হাসান বসরি ও কাতাদা ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর শপথ! তিনি তাদের সঙ্গে এই ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য বেশি নির্ধারণ করেছেন।’

শিম্‌র বিন আতিইয়া ﷺ বলেন, ‘প্রতিটি মুসলিমের গলায় ঝুলে থাকে আল্লাহর বাইআত—সে তা পূরণ করুক অথবা না করেই মৃত্যুবরণ করুক। তারপর

---

২. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৪১।
৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।

তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। এজন্যই বলা হয়—যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, সে তাঁর বাইআত গ্রহণ করে। অর্থাৎ সে এই চুক্তিতে সম্মত হয় এবং তা পূরণ করে।'

মুহাম্মাদ বিন কাব আল-কুরাজি ﷺ প্রমুখ বর্ণনা করেন, 'আকাবার রাতে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "আল্লাহ তাআলার জন্য এবং আপনার নিজের জন্য যা ইচ্ছা শর্ত নির্ধারণ করুন।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

> أَشْتَرِطُ لِرَبِّي أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَشْتَرِطُ لِنَفْسِي أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
>
> "আমি আমার রবের জন্য শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আমার নিজের জন্য শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা নিজেদের জান-মালের মতো আমার জান-মালেরও নিরাপত্তা দেবে।"

তাঁরা (আনসার সাহাবিগণ) বলেন, "এই শর্তগুলো পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাব?" তিনি বলেন, "জান্নাত!" তাঁরা বলে ওঠেন, "এ তো বড় লাভজনক ব্যবসা! আমরা না এই চুক্তি প্রত্যাহার করতে রাজি হব, না প্রত্যাহারের আবেদন করব।" তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন : (إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)'

﴿يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾—'তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, হত্যা করে ও নিহত হয়।' অর্থাৎ তাঁদের জন্য উভয়টিই সমান। তাঁরা হত্যা করুক বা শহিদ হোক অথবা উভয়টিই একত্রিত হোক, তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। এজন্যই সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :

> تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ، بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয় আর প্রকৃতপক্ষেই যদি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও আল্লাহর কালিমার প্রতি বিশ্বাসই তাকে ঘর থেকে বের করে থাকে, তবে আল্লাহ স্বয়ং তার জিম্মাদার হয়ে যান—হয় তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা অর্জিত সাওয়াব ও গনিমতের অংশসহ তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবেন।’[৪]

﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾—‘তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে।’ এই অংশটি ওয়াদাকে আরও শক্তিশালী করেছে। এখানে বলা হচ্ছে, এই অঙ্গীকার পূরণ করা তিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন এবং রাসুলগণের ওপর এ মর্মে ওহিও প্রেরণ করেছেন, যা লিপিবদ্ধ আছে আসমানি কিতাবসমূহে—মুসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ তাওরাতে, ইসা ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ ইনজিলে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনে। তাঁদের সবার ওপর সালাত ও সালাম নাজিল হোক।

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ﴾—‘আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে?’ কেননা তিনি তো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। যেমনিভাবে অপর দুটি আয়াতে এসেছে :

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا﴾

‘কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?’[৫]

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا﴾

‘কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?’[৬]

তাই তিনি ইরশাদ করেন :

﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

---

৪. সহিহুল বুখারি : ৩১২৩, ৭৪৬৩; সহিহু মুসলিম : ১৮৭৬।
৫. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৮৭
৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২২।

'অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই চুক্তির দাবি পূরণে এগিয়ে আসবে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, সে যেন মহাসাফল্য ও চিরস্থায়ী শান্তির সুসংবাদ গ্রহণ করে।[৭]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ . تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেবো না, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (আর তা হলো) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনবে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে! (যদি তা করো) আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটিই মহাসাফল্য। (তিনি তোমাদের দেবেন) তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি অনুগ্রহ—(শত্রুর বিরুদ্ধে) আল্লাহর সাহায্য ও নিকটবর্তী এক বিজয়। মুমিনদের তার সুসংবাদ দাও।'[৮]

---

৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪৮৩/৪

৮. সুরা আস-সাফ, ৬১ : ১০-১৩।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ

'নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে।'[৯]

অন্য হাদিসে এসেছে :

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

'আল্লাহর পথে যে বান্দার পদযুগল ধূলিধূসরিত হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'[১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

'আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো যে দিনভর সাওম পালন করে, রাত জেগে সালাত আদায় করে, আল্লাহর বিধানাবলির প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকে এবং সাওম ও সালাতে সে কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করে না—যতক্ষণ না আল্লাহর পথের মুজাহিদ ফিরে আসে।'[১১]

জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং মুজাহিদদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'আল্লাহর পথে একটি সকাল বা বিকাল অতিবাহিত করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু হতে উত্তম।'[১২]

---

৯. সহিহু মুসলিম : ১৯০২।

১০. সহিহুল বুখারি : ২৮১১।

১১. সহিহু মুসলিম : ১৮৭৮।

১২. সহিহুল বুখারি : ২৭৯২, সহিহ মুসলিম : ১৮৮০।

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "সর্বোত্তম আমল কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ) "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা।" পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়, "এরপর কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ) "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।" আবার জিজ্ঞেস করা হয়, "এরপর কোনটি?" তিনি বলেন, (اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ) "মাকবুল হজ।"'[১৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আলিমগণের ঐকমত্যে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হজ, উমরা, নফল সালাত ও নফল সাওম থেকে উত্তম। জিহাদের উপকারিতা কেবল নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্যও—জিহাদের কল্যাণ কেবল দ্বীনি বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ নয়, দুনিয়াবি কর্মকাণ্ডেও পরিব্যাপ্ত। জিহাদ সকল বাহ্যিক ও আত্মিক ইবাদতের সমষ্টি। সবর, জুহদ, ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর জিকির, আল্লাহর মুহাব্বত, আল্লাহর জন্য জান-মালের কুরবানি ইত্যাদি সবকিছুই জিহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।'[১৪]

এক ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়। কিন্তু সে এখনো হজ করেনি। পথিমধ্যে সে এক গোত্রের মেহমান হয়। তারা তাকে জিহাদে অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করে বলে, 'তুমি হজ না করেই জিহাদে চলে যাচ্ছ?' তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ বলেন, 'যুদ্ধে যেতে তার কোনো বাধা নেই। পরে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করলে হজ করবে। হজের পূর্বে জিহাদে যেতে কোনো সমস্যা দেখি না।'

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'অথচ ইমাম আহমাদের মতে হজ ফরজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। জিহাদের প্রয়োজনে হজে যেতে বিলম্ব করার ব্যাপারটি জাকাত আদায়ে বিলম্ব করার মতো। জাকাত ফরজ হওয়ার পর তা অবিলম্বে আদায় করা ওয়াজিব। তবে অধিক উপযুক্ত লোকের অপেক্ষায় কিংবা জাকাতদাতার ক্ষতি এড়াতে জাকাত আদায়ে বিলম্ব করা যায়। জিহাদের বিষয়টিও ঠিক তেমনই।'[১৫]

---

১৩. সহিহুল বুখারি : ১৫১৯, সহিহু মুসলিম : ৮৩।

১৪. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩৫৩/২৮।

১৫. আল-মুসতাদরাক আলা মাজমুয়ি ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম : ২১৬/৩।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

'আন্তরিকভাবে যে ব্যক্তি শাহাদাত চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাহাদাতের সাওয়াব দান করেন; যদিও সে (প্রত্যক্ষভাবে) এ সুযোগ নাও পায়।'[১৬]

হাসান বসরি ﷺ বলেন :

إِنَّ لِكُلِّ طَرِيقٍ مُخْتَصَرًا، وَمُخْتَصَرُ طَرِيقِ الْجَنَّةِ الْجِهَادُ

'প্রতিটি গন্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত পথ থাকে, জান্নাতের সংক্ষিপ্ত পথ হলো জিহাদ।'[১৭]

এজন্যই আমাদের সালাফ হাজারো দুঃখ-দুদর্শা মাড়িয়ে আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান লাভের আশায় ছুটে যেতেন উত্তাল রণাঙ্গনে—জিহাদের ময়দানে। ছড়িয়ে পড়তেন সীমান্তের প্রান্তে প্রান্তে।

মুআবিয়া বিন কুররা ﷺ বলেন, 'আমি ত্রিশ জন সাহাবির সাক্ষাৎ লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদে বর্শা বা তরবারি দ্বারা দুশমনকে আঘাত করেছেন কিংবা নিজে আহত হয়েছেন।'[১৮]

আবু আইয়ুব আনসারি ﷺ বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) "সরঞ্জাম হালকা হোক বা ভারী তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ো।" আলহামদুলিল্লাহ! নিজেকে আমি হালকা কিংবা ভারী এই দুই অবস্থাতেই পাই।'[১৯]

---

১৬. সহিহু মুসলিম : ১৯০৮।
১৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১৫৭/৬।
১৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৯৯/২।
১৯. আস-সিয়ার : ৪০৫/২।

মারওয়ান বিন হাকাম ﵁ বর্ণনা করেন, 'জাইদ বিন সাবিত ﵁ তাঁকে বলেন, "রাসুল ﷺ তাঁকে দিয়ে ওহির এই অংশটুকু লেখান : (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ...) "যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তারা সমান নয় ...।" রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আমাকে দিয়ে এই আয়াতটি লেখাচ্ছিলেন, তখন ইবনে উম্মে মাকতুম সেখানে এলেন। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! সামর্থ্য থাকলে আমি অবশ্যই জিহাদ করতাম।" তিনি অন্ধ ছিলেন। তারপর আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-এর ওপর ওহি নাজিল করলেন। তখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর ওপর। তাঁর উরু মুবারক আমার এতটা ভারী অনুভূত হলো—আমার আশঙ্কা হলো যে, আমার উরু থেঁতলে যাবে। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো (অর্থাৎ ওহি অবতরণ শেষ হলো)। আল্লাহ তাআলা নাজিল করলেন : (غَيْرَ أُوْلِي الضَّرَرِ)—"যাদের কোনো ওজর নেই।"'[২০]

পরবর্তীকালে ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁ জিহাদের ময়দানে গিয়ে বলতেন, 'তোমরা আমার হাতে ঝান্ডাটি দাও। আমি তো অন্ধ—পালাতে পারব না। আর আমাকে দুই কাতারের মধ্যখানে দাঁড় করিয়ে দাও।'

আনাস ﵁ বলেন, 'আব্দুল্লাহ বিন জায়িদা তথা ইবনে উম্মে মাকতুম ﵁ কাদিসিয়ার যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তখন তাঁর পুরো শরীর মজবুত বর্মে ঢাকা ছিল।'[২১]

وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوْفَهُمْ * بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

'দুশমনের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াইয়ের ফলে, খাঁজে ভরে গেছে তাঁদের তরবারিগুলো। এ ছাড়া তাঁদের আর কোনো দোষ নেই।'[২২]

---

২০. এই অংশটুকু নাজিল হওয়ার পর পুরো আয়াতটি দাঁড়াল—(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ...) 'যেসব ইমানদার অক্ষম নয়, অথচ ঘরে বসে থাকে, তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না ...।' (অনুবাদক)

২১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১৫৪/১।

২২. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান : ১১/৭।

ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর সময় তাঁর দুই পায়ের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, কেন কাঁদছেন আপনি?' তিনি বলেন, 'আমার দুই পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমলিন হয়নি।'[২৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'জিহাদের কিছু কাজ হাতে আদায় হয়। আর কিছু আদায় হয় অন্তর, যুক্তি, দাওয়াত, কথা, পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা, কারিগরি ইত্যাদির মাধ্যমে। সাধ্যের সবটুকু ঢেলে জিহাদের এই ফরজটি আনজাম দিতে হয়। আর যারা ওজরবশত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদের ওপর মুজাহিদিনের পরিবার ও ধন-সম্পদের দেখাশোনা করা ওয়াজিব।'[২৪]

মুসলিম ভাই আমার!

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, 'একবার রাসুল ﷺ দশ জন সাহাবিকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁদের আমির নির্ধারণ করেন আসিম বিন উমর বিন খাত্তাবের নানা আসিম বিন সাবিত আনসারি ﷺ-কে।

তাঁরা যখন মক্কা ও উসফানের মধ্যবর্তী হাদাআ নামক এলাকায় পৌঁছেন, হুজাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহইয়ানকে তাঁদের আগমনের কথা জানানো হয়। এ সংবাদ পেয়ে তারা প্রায় একশ জন তিরন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাহাবিদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে তারা চলতে থাকে। অবশেষে তারা এমন স্থানে এসে পৌঁছে, যেখানে বসে সাহাবিগণ খেজুর খেয়েছিলেন। (বিচি দেখে) তারা বলে ওঠে, "আরে, এ তো ইয়াসরিবের (মদিনার) খেজুর!" পুনরায় তারা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে চলতে থাকে। আসিম ও তাঁর সঙ্গীগণ যখন তাদের দেখতে পান, সঙ্গে সঙ্গে একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গোত্রের লোকেরা সেখানে তাঁদের ঘিরে ফেলে। তারা বলে, "তোমরা হাতিয়ার ফেলে নেমে এসো। তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করছি, আমরা কাউকে হত্যা করব না।" দলের আমির আসিম ﷺ বলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই আজ কোনো কাফিরের নিরাপত্তায় এখান থেকে নামব না। হে আল্লাহ! আপনার নবিকে আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিন!" এতে কাফিররা তির বর্ষণ করে আসিম

---

২৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩০৪/৩, সিফাতুস সাফওয়াহ : ১০১/৩।

২৪. আল-মুসতাদরাক আলা মাজমুয়ি ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম : ২১৫/৩।

ﷺ-সহ সাতজনকে শহিদ করে দেয়। আর তিনজন সাহাবি তাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে নেমে আসেন। তাঁরা হলেন খুবাইব আনসারি, জাইদ বিন দাসিনা এবং আরেক ব্যক্তি। গোত্রের লোকেরা নাগালে পেয়েই ধনুকের ছিলা খুলে তাঁদের বেঁধে ফেলে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলেন, "এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সাথে যাব না। আমি ওদের আদর্শই অনুসরণ করব।" ওরা তাঁকে টানতে শুরু করে এবং সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাহেঁচড়া করতে থাকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজি হন না। অবশেষে তারা তাঁকেও শহিদ করে দেয় এবং খুবাইব ও জাইদ বিন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। উভয়কেই মক্কার বাজারে বিক্রয় করে দেয় তারা। এটি বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। খুবাইব ﷺ-কে হারিস বিন আমির বিন নাওফালের সন্তানেরা ক্রয় করে। বদর যুদ্ধে খুবাইবই হারিস বিন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব ﷺ তাদের নিকট বন্দী হয়ে থাকেন। হারিসের সন্তানরা যখন তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হয়, তিনি ক্ষৌরকর্মের জন্য হারিসের জনৈক কন্যার নিকট থেকে একটি ক্ষুর নেন। এদিকে মেয়েটির অসতর্কতায় তার এক শিশু হাঁটতে হাঁটতে খুবাইবের কাছে চলে যায়। হঠাৎ সে দেখতে পায়, খুবাইব তার ছেলেকে নিজের রানে বসিয়েছে। আর ক্ষুর তাঁর হাতেই আছে। মেয়েটি বলে, "এ দৃশ্য দেখে আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই।" খুবাইব তা বুঝতে পেরে বলেন, "তুমি এই ভয় পাচ্ছ যে, আমি তাকে মেরে ফেলব? আমি কখনই এ কাজ করব না।" সে আরও বলে, "আল্লাহর শপথ! আমি খুবাইবের চেয়ে ভালো কোনো বন্দী দেখিনি। আল্লাহর কসম! একদিন আমি দেখি তিনি হাতে আঙুরের থোকা নিয়ে আঙুর খাচ্ছেন। তখনও তিনি শেকলে বন্দী। অথচ তখন মক্কায় কোনো ফলই ছিল না।" হারিসের মেয়ে বলত, "এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে খুবাইবের জন্য রিজিক।" অবশেষে তারা হত্যা করার জন্য খুবাইবকে হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। তিনি তাদের বলেন, "আমাকে দুই রাকআত সালাত আদায় করার সুযোগ দাও।" তাদের সম্মতি পেয়ে তিনি দুই রাকআত সালাত আদায় করেন। তারপর বলেন, "আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি, এমনটা না ভাবতে আমি সালাতকে আরও দীর্ঘ করতাম। এরপর তিনি দোয়া করেন :

اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا

"হে আল্লাহ! এদেরকে এক এক করে গুনে রাখুন। প্রত্যেককে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করুন। এদের একজনকেও রেহাই দেবেন না!"

শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে তিনি আবৃত্তি করেন :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ
وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

"যখন আমি মুসলিম অবস্থায় নিহত হচ্ছি আল্লাহর পথে, আমার এই মৃত্যু যেভাবেই হোক—আমি কোনো পরোয়া করি না। এ তো নিঃশেষে আত্মদান প্রভুর ভালোবাসায়। তিনি যদি চান তবে কল্যাণধারায় সিক্ত হবে আমার কর্তিত দেহের প্রতিটি গ্রন্থি।"'[২৫]

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

আনাস ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিগণ বদর অভিমুখে রওনা হলেন এবং মুশরিকদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে গেলেন। এরপর মুশরিকরাও এসে পৌঁছল। তিনি সাহাবিদের বললেন :

لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُوْنَهُ

"তোমাদের কেউ যেন কোনো কিছুর দিকে অগ্রসর না হয়, যতক্ষণ না আমি তার সামনে থাকি।"

তারপর মুশরিকরা কাছে এসে গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

"চলো সেই জান্নাত অভিমুখে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান।"

সাইয়িদুনা উমাইর বিন হুমাম আনসারি ﵁ আশ্চর্য হয়ে বললেন, "জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান?" রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, (نَعَمْ) "হাঁ।" উমাইর বললেন, "বাহ, বাহ!!!" রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন :

---

২৫. সহিহুল বুখারি : ৩৯৮৯।

مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟

"তুমি বাহ বাহ বললে কেন?"

তিনি উত্তর দিলেন, "আর কিছু নয় হে আল্লাহর রাসুল! আমি এই আশায় বলেছি যে, জান্নাতিদের আমিও একজন হব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হলো :

فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا

"তুমি তো সেই জান্নাতিদের দলেই পড়েছ!"

এ কথা শুনে তিনি তূণীর থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, "এই খেজুরগুলো খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকি—এও তো অনেক লম্বা জিন্দেগি!" এই বলে তিনি সবগুলো খেজুর ছুড়ে ফেললেন এবং কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়ে গেলেন।'[২৬]

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, 'হারিসা বিন সুরাকার মা উম্মে রুবাইয়ি বিনতে বারা নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি আমাকে হারিসার ব্যাপারে কিছু বলবেন না?"—হারিসা ﷺ বদর যুদ্ধে অজ্ঞাত তিরের আঘাতে শহিদ হন—"সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তো সবর করব, আর যদি ভিন্ন কিছু হয়, তবে তার জন্য প্রাণপণে কাঁদব।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে হারিসার মা! জান্নাতে অসংখ্য উদ্যান আছে। আর তোমার সন্তান ফিরদাওসে আলায় (সর্বোচ্চ উদ্যানে) আছে।"'[২৭]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এনে রাখা হয়। কাফিররা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। আমি তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরাতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। ইত্যবসরে এক উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী নারীর আওয়াজ শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, "ও কে?" লোকেরা উত্তর দেয়, "আমরের

---

২৬. সহিহু মুসলিম : ১৯০১।
২৭. সহিহুল বুখারি : ২৮০৯।

মেয়ে।" অথবা তারা বলে, "আমরের বোন।"[২৮] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا

"সে কেন কাঁদছে?" অথবা বলেন, "সে যেন না কাঁদে।[২৯] তাঁকে ওঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ পাখা দিয়ে ছায়া দিচ্ছিলেন।'[৩০]

বস্তুত তাঁদের জীবনই ছিল আল্লাহর পথে দাওয়াত ও জিহাদ।

كُلُّ عَيْشٍ قَدْ أَرَاهُ نَكِدًا * غَيْرَ رُكْنِ الرُّمْحِ فِيْ ظِلِّ الْفَرَسِ

وَقِـــــيَامٍ فِيْ لَيَالٍ دُجْنٍ * حَارِسًا لِلنَّاسِ فِيْ أَقْصَى الْحَرْسِ

'অসহ্য আমার কাছে সুখের যত আয়োজন। প্রিয় শুধু ঘোড়ার ছায়ায় বর্শায় হেলান দেয়া জীবন। আর সুদীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের পাহারায়।'[৩১]

মুসলিম ভাই আমার!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, 'যার গুনাহ বেশি হয়, তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হলো জিহাদ।'[৩২]

তিনি আরও বলেন, 'জেনে রাখুন, জিহাদে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। আর জিহাদ পরিত্যাগে উভয় জগতের ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾

"তুমি বলো, তোমরা কি আমাদের জন্য দুটি কল্যাণের যেকোনো একটি ছাড়া আর কিছুর অপেক্ষা করো?"[৩৩]

---

২৮. বর্ণনাকারীর সংশয়।
২৯. বর্ণনাকারীর সংশয়।
৩০. সহিহুল বুখারি : ১২৯৩, ২৮১৬; সহিহু মুসলিম : ২৪৭১।
৩১. তারতিবুল মাদারিক : ৩০৬/১।
৩২. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪২১/২৮।
৩৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫২।

দুটি কল্যাণ অর্থাৎ বিজয় ও সাফল্য অথবা শাহাদাত ও জান্নাত। মুজাহিদদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকে, তারা সম্মানের সাথে জীবনযাপন করে। তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে পুরস্কার এবং আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিদান। আর যারা মৃত্যুবরণ করে বা নিহত হয় তারা পাড়ি জমায় জান্নাতে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

يُعْطَى الشَّهِيْدُ سِتَّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُكْسَى حُلَّةً مِّنَ الْإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجُ إِثْنَيْنِ وَّسَبْعِيْنَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُوْقَى فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.

"শহিদকে ছয়টি বিশেষ নিয়ামত প্রদান করা হয় : প্রথম রক্তবিন্দু জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ক্ষমা করা হয়; তার জান্নাতের বাসস্থান তাকে দেখানো হয়; তাকে ইমানের পোশাক পরানো হয়; বাহাত্তর জন আয়তলোচনা জান্নাতি হুরের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়; কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করা হয় এবং কিয়ামতের কঠিন ভীতি থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হয়।"

সুনান সংকলকগণ এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِيْ الْجَنَّةِ لَمِأَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَعَدَّهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ

"জান্নাতের একশটি স্তর আছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এসব প্রস্তুত করেছেন তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য।"

এভাবেই জান্নাতে মুজাহিদদের মর্যাদা পঞ্চাশ হাজার বছরের উচ্চতায় পৌঁছে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ : لَا يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ

"আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে দিনে সাওম পালন করে, রাতে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর অনুগত থাকে। সালাত ও সিয়াম পালনে সে ক্লান্তি বোধ করে না।"

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলে,"আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে।" রাসুল ﷺ বলেন, (لَا تَسْتَطِيْعُهُ) "তুমি তা করতে পারবে না।" সে আবার আবেদন করে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ، أَنْ تَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ وَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُرَ

"মুজাহিদ জিহাদে রওনা হওয়ার সময় থেকে শুরু করে তুমি কি একটানা দিনে সাওম ও রাতে সালাত আদায় করে কাটাতে পারবে?" সে বলে, "না।" রাসুল ﷺ বলেন :

فَذَلِكَ الَّذِي يَعْدِلُ الْجِهَادَ

"এটিই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সমতুল্য আমল।"

এসব হাদিস সহিহাইন ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে—আমার জানামতে—জিহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো নফল ইবাদত নেই, এই ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই জিহাদ হজের চেয়ে উত্তম । নফল সাওম ও সালাতের চেয়েও উত্তম।'[৩৪]

মুসলিম ভাই আমার!

চলো... একটু ঘুরে আসি সেই সব কালজয়ী মহামনীষীদের সাথে—দেখে আসি তারা কেমন দুঃসহ কষ্ট ও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহ্য করেছেন জিহাদের খুনরাঙ্গা পথে! তাদের দেখে হয়তো আমরাও অনুপ্রাণিত হবো—প্রত্যয় ও প্রত্যাশায় হয়তো ঝিকিয়ে উঠবে আমাদের হৃদয়ও।

উরওয়া বিন জুবাইর ﵀ বলেন, 'মুজাহিদরা যখন রণসাজে সজ্জিত হয়ে মুতা অভিমুখে মার্চ করার প্রস্তুতি নেন, মুসলমানরা মুজাহিদদের উদ্দেশে বলেন, (صَحِبَكُمُ اللهُ وَدَفَعَ عَنْكُمْ) "আল্লাহ তাআলা তোমাদের সঙ্গী হোন, সকল অনিষ্ট থেকে তোমাদের হিফাজত করুন।"'

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﵁ বলে ওঠেন :

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً * وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً * بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَى جَدَثِي * أَرْشَدَهُ اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

'তবে দয়াময় মালিকের দরবারে আমি চাই মাগফিরাত, আর তরবারির বিদীর্ণ আঘাত—যা বইয়ে দেবে ফেনিল রক্তস্রোত। কিংবা খুনপিয়াসু হাতে বর্শার সুতীব্র মরণ-খোঁচা, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলী বিদ্ধ করে যা ডেকে আনবে শীতল মৃত্যু। যেন আমার সমাধি পেরোতে গিয়ে মানুষ বলে ওঠে—হে যোদ্ধা! আল্লাহ তোমাকে সুপথ দেখিয়েছেন; হিদায়াত পেয়ে তুমি ধন্য হয়েছে।'[৩৫]

শামে পৌঁছে তাঁরা খবর পান, রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমক সৈন্য নিয়ে বালকা নামক অঞ্চলে অবস্থান করছে। এদিকে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণকারী কিছু অনারব গোত্র : লাখম, জুজাম, বালকাইন, বাহরা ও বালি'র অতিরিক্ত এক লক্ষ সৈন্য তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

---

৩৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪৮৩/১।

তাঁরা দুই রাত সেখানেই অবস্থান করে কাফিরদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। কেউ কেউ মত দেন, আমরা রাসুলের কাছে চিঠি লিখে শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা অবহিত করি।

তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﷺ সবাইকে উজ্জীবিত করে বলেন :

'মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

আল্লাহর কসম! তোমরা শাহাদাতের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে। আর এখন শাহাদাতকেই অপছন্দ করছ! আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি, জনবল কিংবা সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে লড়াই করি না। আমাদের শক্তি কেবল দ্বীনে ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ আমাদের সম্মানিত করেছেন। চলো, সামনে কদম বাড়াও। দুটি কল্যাণের একটি আমাদের জন্য থাকছেই—বিজয় অথবা শাহাদাত।'

লোকেরা বলে ওঠে, 'আল্লাহর শপথ! ইবনে রাওয়াহা সত্যিই বলেছেন। এই বলে তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করে।'

আর দ্বিতীয় দৃশ্য বেশ মর্মস্পর্শী—আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান লাভের আশায় তাঁরা মৃত্যুর দিকে জোর কদমে এগিয়ে চলছেন; ঝাঁপিয়ে পড়ছেন শত্রুর সারিতে।

জাইদ বিন আরকাম ﷺ বলেন, 'আমি ছিলাম আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতিম। তিনি যখন মুতার দিকে রওনা হন, আমি তার উটের পেছনে পাথেয়ের থলের ওপর বসি। আল্লাহর কসম! এক রাতে পথ চলতে চলতে তিনি আবৃত্তি করেন :

إِذَا أَدْنَيْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي * مَسِيرَةَ أَرْبَعٍ بَعْدَ الْحِسَاءِ

فَشَأْنُكِ فَانْعَمِي وَخَلَاكِ ذَمٌّ * وَلَا أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي وَرَائِي

وَآبَ الْمُسْلِمُونَ وَغَادَرُونِي * بِأَرْضِ الشَّامِ مُشْتَهِيَ الثَّوَاءِ

وَرَدَّكِ كُلُّ ذِي نَسَبٍ قَرِيبٍ * إِلَى الرَّحْمَنِ مُنْقَطِعَ الْإِخَاءِ

هُنَالِكَ لَا أُبَالِي طَلْعَ بَعْلٍ * وَلَا نَخْلٍ أَسَافِلُهَا رِوَاءِ

"(হে আমার উট!) তুমি যখন আমায় পৌঁছে দিয়েছ গন্তব্যের কাছে। হিসা অঞ্চল পেরিয়ে চার দিনের পথ তুমি বয়ে নিয়ে গেছ আমার পাথেয়। আল্লাহ করুন—সুখী হও তুমি; নিরাপদ থাকো নিন্দার ছোঁয়া থেকে। আমি যেন ফিরে না যাই পেছনে ফেলে আসা পরিজনের কাছে। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসুক মুসলমানরা বিজয়ী বেশে—আর চিরদিনের জন্য রেখে আসুক আমায় শামের জমিনে। (মন আমার!) মায়ার বাঁধন ছেড়ে নিকটাত্মীয়রা যেন তোমায় সঁপে দেয় দয়াময়ের সান্নিধ্যে। উর্বর জমিতে উৎপন্ন উদ্ভিদচারা কিংবা গোড়ায় পানি সিঞ্চিত খেজুর গাছ আর প্রলুব্ধ করবে না আমায়।"'

জাইদ বিন আরকাম ﵁ বলেন, 'এই পংক্তিগুলো শুনে আমি কাঁদতে শুরু করি। তিনি চাবুক দিয়ে আমাকে মৃদু আঘাত করে বলেন, "আরে বোকা! আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাতের নিয়ামত দান করেন, আর তুমি সওয়ারির মাঝখানে বসে ফিরে যাও, তাতে তোমার ক্ষতি কী?"'

জাইদ বিন হারিসা ও জাফর বিন আবু তালিব ﵄-এর শাহাদাতের পর মুজাহিদ বাহিনীর ঝান্ডা তুলে নেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা ﵁। নিজেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। নিজের মধ্যে সামান্য দ্বিধা দেখতে পেয়ে তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন :

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهْ * لَتَنْزِلَنَّ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهْ

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّهْ * مَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّهْ

قَدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنَّهْ * هَلْ أَنْتِ إِلَّا نُطْفَةٌ فِي شَنَّهْ

'স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ময়দানে তোমায় নামতেই হবে। এদিকে শোরগোল করে সমবেত দুশমন আর মুহুর্মুহু শোনা যায় রণহুংকার। কী হলো তোমার? তুমি দেখি জান্নাতকেই অপছন্দ করছ! জীবনের কত সময় তুমি কাটিয়েছ প্রশান্ত মনে; অথচ তুমি তুচ্ছ বীর্যবিন্দু ছাড়া তো কিছুই ছিলে না!'

তিনি আরও বলেন :

يَا نَفْسِ إِلَّا تُقْتَلِي تَمُوتِي * هَذَا حِمَامُ الْمَوْتِ قَدْ صَلِيتِ

وَمَا تَمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيتِ * إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ

وَإِنْ تَأَخَّرْتِ فَقَدْ شَقِيتِ

'মন আমার! নিহত না হলেও যে তোমায় মরতে হবে! কেননা, জীবন হলো মরণপ্রান্তর, যেখানে তুমি হেঁটে চলেছ। তোমার যত সাধ, সব তো পূরণ হয়েছে। এখন জাইদ ও জাফরের পথ যদি ধরো, তবে সফল হতে পারো। আর যদি ছিটকে পড়ো তাদের রাস্তা থেকে, তবে তুমি বড়ই দুর্ভাগা হবে।'

তিনি যখন রণাঙ্গনে নামেন, তাঁর এক চাচাতো ভাই এক টুকরো গোশত নিয়ে এসে বলে, 'এটি খেয়ে নিজেকে একটু শক্ত করুন। শরীরের ওপর এত বড় ধকল আপনার আর যায়নি।' তিনি গোশতের টুকরোটি তার হাতে নিয়ে সবে একটি কামড় বসিয়েছেন—ময়দানের লোকদের দিক থেকে ডাক-চিৎকার শোনা যায়। ইবনে রাওয়াহা স্বগতোক্তি করেন, 'তুমি এখনো দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত!' এই বলে তিনি হাত থেকে গোশতের টুকরোটি ছুড়ে ফেলে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।[৩৬]

'একবার সিলা বিন আশইয়াম ﵀ নিজের এক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদে যান। তিনি তাকে বলেন, "বাপ আমার! আগে বাড়ো। লড়াই করো। যেন তোমাকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে আমি সাওয়াবের প্রত্যাশী হতে পারি। পুত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে লড়াই করতে করতে শাহাদাতবরণ করে।'

এই সংবাদ পেয়ে মহিলারা তাঁর স্ত্রী মুআজা আল-আদাবিয়ার নিকট সমবেত হয়। তাদের দেখে তিনি বলেন, 'স্বাগতম! যদি আমার সৌভাগ্যে অভিনন্দন জানাতে এসে থাকো—তোমাদের স্বাগতম! আর যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তবে ফিরে যাও।'[৩৭]

---

৩৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১১৮/১।

৩৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৩৯/২।

আল্লাহর পথে যারা অকাতরে ঢেলে দেয় কলিজার তাজা খুন, সেসব নিষ্ঠাবান শহিদের জন্য দুনিয়ার ওপারে আল্লাহর নিকট কী সঞ্চিত আছে?—চলুন তা-ই দেখে আসি এক ঝলক...

সামুরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ، فَصَعِدَا بِيَ الشَّجرةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالَا : أَمَّا هذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

‘আজ রাতে স্বপ্নে আমার নিকট দুজন লোক আসে। আমাকে নিয়ে তারা একটি গাছে চড়ে। উৎকৃষ্ট ও সুন্দরতম একটি ঘরে তারা আমাকে প্রবেশ করায়। ইতিপূর্বে আমি এর চেয়ে সুন্দর ঘর দেখিনি। তারা আমাকে বলে, “এই ঘরটি হচ্ছে শহিদদের ঘর।”’[৩৮]

ইবনে কাব কুরাজি ﷺ বলেন, ‘আব্দুল্লাহ জুল-বিজাদাইন ﷺ ছিলেন মুজাইনা গোত্রের লোক। তার হৃদয়ে রাসুল ﷺ ও ইমানের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এদিকে তার মা গোত্রের লোকজনকে গিয়ে বলে, “আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।” তারা তার পিছু নিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে। তখন তার মা বলে, “তোমরা তার জামা খুলে নাও। সে অত্যন্ত লজ্জাশীল। জামা খুলে নিলে সে আর কোথাও যেতে পারবে না।” তারা তার জামা খুলে নিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে ফেলে। বাধ্য হয়ে তিনি ঘরে বসে থাকেন এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর দরবারে যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে অস্বীকৃতি জানান। ছেলেকে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিতে দেখে মা গোত্রের লোকদের এসে বলে, “সে শপথ করেছে মুহাম্মাদের কাছে যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করবে না। তোমরা তার জামা দিয়ে দাও। ভয় পাচ্ছি, পাছে আবার সে না খেয়ে মারা যায়।” কিন্তু গোত্রের লোকেরা তাকে কাপড় ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে মা নিজের মোটা একটি কাপড় নিয়ে দুভাগ করে তার একটি অংশে বোতাম লাগিয়ে

---

৩৮. সহিহুল বুখারি : ২৭৯১।

দেয়। আব্দুল্লাহ সেটা লুঙ্গির মতো পরিধান করেন এবং অপর অংশটি দিয়ে মাথা ঢাকেন। তারপর বেরিয়ে পড়েন রাসুলের উদ্দেশে। বহু চড়াই উতরাই পেরিয়ে অবশেষে পৌঁছে যান মদিনায়। সেখানে তিনি কুরআন শেখেন এবং দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেন।

আব্দুল্লাহ ও তার সঙ্গীরা এক আনসারি মহিলার বাড়ির ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। সে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করত এবং তাদের কাজকর্ম গুছিয়ে দিত। একদিন সঙ্গীরা আব্দুল্লাহকে বলে, 'ওই মহিলাকে যদি আপনি বিয়ে করতেন!' এ কথা মহিলাটির কানে গেলে সে বলে, 'আপনারা শুধু আমার আলোচনাই করেন! আপনারা আমার ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করুন নতুবা আমার বাড়ির ছায়ায় আর আসবেন না।'

আবু বকর ﷺ এ খবর পেয়ে তার কাছে এসে বলেন, 'হে অমুক নারী! আমি শুনতে পেয়েছি আব্দুল্লাহ তোমাকে শাদির প্রস্তাব দিয়েছে। তুমি কি তাকে বিয়ে করবে? নিজ গোত্রে তিনি বেশ কৌলীন্যের অধিকারী। আবার তিনি কুরআন শিখেছেন এবং দ্বীনি ইলমও হাসিল করেছেন।' উমর ﷺ এসেও মহিলাকে একই কথা বলেন। এ সংবাদ নবি ﷺ-এর কানে পৌঁছে যায়। আব্দুল্লাহ রা-এর অভ্যাস ছিল, সূর্যোদয়ের পর আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দেন নামাজ পড়ে নবি ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম করতেন। তারপর বাড়ির পথ ধরতেন। যথারীতি একদিন তিনি নামাজ পড়ে নবি ﷺ-এর মজলিসে এসে সালাম দিলে তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ! আমি শুনেছি তুমি অমুক মহিলাকে বিয়ে করতে চাচ্ছ?' তিনি উত্তরে বলেন, 'জি।' রাসুলুল্লাহ বলেন, 'তাহলে আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দিলাম।'

তিনি তার সঙ্গীদের এসে খবর দিলেন। নারীরা সেই মহিলাকে সাজানোর জন্য নিয়ে যায়। তাকে সাজিয়ে বাসরের জন্য প্রস্তুত করে। সেই মহিলার জন্য একটি ডোরাকাটা চাদর তৈরি করে। চামড়ার বালিশ, একটি পেয়ালা ও কিছু খাবারও প্রস্তুত করে দেয়। তারপর তাকে ইশার সময় আব্দুল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। আব্দুল্লাহ নামাজে দাঁড়িয়ে যান—নববধূর কাছে যাওয়া তো দূরের কথা তার দিকে ফিরেও তাকাননি। এই অবস্থায়ই একসময় বিলাল ﷺ-এর কণ্ঠে ফজরের আজান শোনা যায়। আজান হয়ে গেলে মহিলারা তাদের স্বামীদের

গিয়ে বলে, 'আল্লাহর কসম! আব্দুল্লাহর কোনো চাহিদা নেই। সে তার স্ত্রীর মুখোমুখি হয়নি, তার দিকে ফিরে তাকায়নি, তার কাছেও যায়নি।' আব্দুল্লাহ ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করেন। সূর্যোদয়ের পর পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী নামাজ পড়েন। তারপর নবি ﷺ-এর মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দেন। রাসুল ﷺ তাকে বলেন, 'স্ত্রীর প্রতি কি তোমার কোনো চাহিদা নেই?' তিনি উত্তরে বলেন, 'অবশ্যই আছে; কিন্তু আমি আল্লাহর একটি নিয়ামত দেখেছি। দেখেছি সুন্দরী রমণী, আরামদায়ক বিছানা ও সুস্বাদু খাবার। তখন আল্লাহর প্রিয় হওয়ার জন্য অস্ত্র ব্যতীত আর কিছু পাইনি। সালাত আদায় ব্যতীত জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুলের ওপর কাউকে আমি প্রাধান্য দেবো না। হে আল্লাহর রাসুল! এই আমি আমার স্ত্রীর কাছে চললাম।' তারপর তিনি নববধূর নিকট গিয়ে তার সাথে সহবাস করেন। এরপর খাইবার যুদ্ধে তিনি আহত হন। তখন অসিয়ত করেন, 'আমি আমার স্ত্রীকে কোনো কিছু দিইনি। খাইবার থেকে আমার প্রাপ্ত অংশ তাকে দিয়ে দিয়ো।' এই অসিয়ত করে তিনি ইনতিকাল করেন।

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'এক রাতে প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। দূরে দেখতে পাই, ক্ষীণ একটি আলোকরশ্মি টিম টিম করছে। মনে মনে বলি, ওটার কাছে গেলে খাওয়ার মতো কিছু পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, আমি কাছে গিয়ে দেখি রাসুল ﷺ কবরের ভেতর খনন করে করে আবু বকর ও উমর ﷺ-কে মাটি তুলে দিচ্ছেন আর আব্দুল্লাহ ﷺ-কে কাফনের চাদর আবৃত অবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। রাসুল ﷺ তাকে দাফন করে দু-তিনবার বলেন, "হে আল্লাহ! আমি তার ওপর সন্তুষ্ট—আপনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।"'[৩৯]

দুনিয়ায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র ঘর-বাড়ি কিংবা দালান-কোঠা ছিল না। বরং এসব ক্ষেত্রে তারা ছিলেন একেবারে সাদাসিধে। অল্পতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতেন।

---

৩৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১২২/১; আস-সিরাতুন নাবাবিয়াহ, ইবনে হিশাম : ১৮৩/৪।

শাকিক বিন সালামা ﷺ-এর মাচার ওপর একটি কুঁড়েঘর ছিল। সেখানে তিনি ঘোড়া নিয়ে বাস করতেন। জিহাদে যাওয়ার সময় সেটি ভেঙে সাদাকা করে দিতেন এবং ফিরে এসে পুনরায় বাঁধতেন।[৪০]

সাদ বিন খাইসামা আনসারি ﷺ ছিলেন বারো জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। আকাবার শেষ বাইআতে তিনি সত্তর জন আনসারের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন বদর যুদ্ধে বের হওয়ার জন্য মুসলমানদের আহ্বান করেন, আবু খাইসামা ﷺ সাদ ﷺ-কে বলেন, 'আমাদের একজনকে তো মদিনায় থাকতে হবে। আপনি আমাকে জিহাদে যাওয়ার সুযোগ দিন আর আপনি আপনার স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থান করুন।' সাদ ﷺ অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু হলে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। কিন্তু আমি এ যাত্রায় শাহাদাত লাভের তামান্না রাখি। অবশেষে তাঁরা উভয়ে লটারি দেন। এতে সাদ ﷺ-এর নাম বের হয়। তিনি জিহাদে গিয়ে শহিদ হন।[৪১]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব—কাফিরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হওয়া, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পতাকা উত্তোলন করা এবং সালাফের অনুসৃত আদর্শ—সত্য ও সচ্চরিত্রের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। এটি ইসলামের অন্যতম মূলনীতি ও ইমানের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই শিক্ষা দিয়েই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন আর নাজিল করেছেন অসংখ্য কিতাব। আল্লাহ তাআলা সামগ্রিকভাবে বান্দাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভক্তি ও মতভেদ নিষিদ্ধ করেছেন।

إذا أَظْمَأَتْكَ أَكُفُّ اللِّئَامِ * كَفَتْكَ الْقَنَاعَةُ شِبَعاً ورِيّاً

فَكُنْ رَجُلاً رِجْلُهُ فِيْ الثَّرَى * وَهَامَةُ هِمَّتِهِ فِيْ الثُّرَيَا

أَبِيًّا لِنَائِلِ ذِيْ ثَرْوَةٍ * تَرَاهُ بِمَا فِيْ يَدَيْهِ أَبِيًّا

فإنّ إِرَاقَةَ مَاءِ الْحَيَاةِ * دُوْنَ إِرَاقَةِ مَاءِ الْمُحَيَا

---

৪০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৮/৩।
৪১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪৬৮/১।

‘কৃপণ হাতগুলো যদি তোমার চাহিদা না মেটায়, তবে অল্পতুষ্টিই পরিতৃপ্ত করুক তোমায়। এমন মানুষ হও, যার পা জমিনে কিন্তু তার হিম্মতের চূড়া মাথা তুলে সুদূর আসমানে। অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করো তার সম্পদ, বিত্তবৈভব যাকে করেছে চরম উদ্ধত। কারণ আত্মসম্মান বিনষ্টের চেয়ে প্রাণ বিসর্জন অনেক সহজ।[৪২]

উম্মে ইবরাহিম হাশিমিয়া ﷺ ছিলেন বসরা নগরীর একজন বিশিষ্ট ইবাদতগুজার ও নেককার মহিলা। এক বছর রোমান সৈন্যরা মুসলিম ভূখণ্ডের কোনো এক সীমান্তে আক্রমণ করে। মুসলমানরা দলে দলে জিহাদের দিকে ছুটতে শুরু করে। নেককার বুজুর্গ আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﷺ সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে নসিহত করেন ও জিহাদে যেতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে ভাষণ দেন। এই মজলিসে উম্মে ইবরাহিমও উপস্থিত ছিলেন। অনুপ্রেরণামূলক এই ভাষণ ছিল বেশ দীর্ঘ। একপর্যায়ে তিনি সুন্দরী হুরদের রূপ-লাবণ্যের বর্ণনা দেওয়া শুরু করেন। আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। ইমান-জাগানিয়া এই বয়ান শুনে শ্রোতারা উত্তেজিত ও অস্থির হয়ে পড়ে। জান্নাতে যেতে উৎসুক হয়ে ওঠে তাদের মন। অনিন্দ্য সুন্দরী হুরদের সান্নিধ্য লাভে ব্যাকুল হয়ে ওঠে সবার হৃদয়।

সমবেত জনতার মধ্য হতে উম্মে ইবরাহিম ﷺ যেন লাফিয়ে ওঠেন। আব্দুল ওয়াহিদ ﷺ-কে বলেন, ‘হে আবু উবাইদ, আমার সন্তান ইবরাহিমকে তো আপনি চেনেন। বসরা নগরীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের কন্যার বিয়ের জন্য তাকে প্রস্তাব দেয়! কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হইনি। আল্লাহর শপথ, যে হুর-রমণীর বৈশিষ্ট্য আপনি আজ বর্ণনা করেছেন, সে আমাকে বেশ মুগ্ধ করেছে! আমার সন্তান ইবরাহিমকে সেই হুরের সঙ্গে বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি। আপনি কি তার মোহর বাবদ দশ হাজার দিনার গ্রহণ করে ইবরাহিমকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দিতে পারবেন? আর ইবরাহিম আপনার সাথে এই জিহাদে বেরিয়ে পড়বে। আশা করি, আল্লাহ তাআলা এবার তাকে শাহাদাত দান করবেন। কিয়ামতের দিন সে আমার ও তার বাবার জন্য সুপারিশ করতে পারবে!’

---

৪২. তারিখু বাগদাদ : ৩২/১১।

আব্দুল ওয়াহিদ ﷺ বলেন, 'যদি তাই করেন, তবে আপনি, আপনার স্বামী ও সন্তান সকলেই কামিয়াব হবে।' তখন সেই মহিলা উপস্থিত জনসমাগমের মধ্যেই নিজ পুত্র ইবরাহিমকে ডাকেন। সে বলে, 'এই তো আছি মা!' মা বলেন, 'বাপ আমার! আল্লাহর পথে প্রাণ বিসর্জন ও গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন না করার বিনিময়ে তুমি কি এই হুর নিয়ে সন্তুষ্ট হবে?' ইবরাহিম বলে, 'হাঁ মা, অবশ্যই সন্তুষ্ট! এরচে বেশি সন্তুষ্ট আর কীসে হব!' সেই মহিলা তখন বলেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার এই পুত্রকে হুরের সাথে বিয়ে দিচ্ছি—আপনার পথে প্রাণ বিসর্জন ও গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন না করার বিনিময়ে। আপনি আমার এই কুরবানি কবুল করুন—হে পরম করুণাময়!'

তারপর তিনি দশ হাজার দিনার নিয়ে এসে খতিব সাহেবকে বলেন, 'হে আবু আব্দুল্লাহ! এ হলো হুরের মোহর। যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে আপনি এই অর্থ খরচ করুন। আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করুন।'

পুত্র ইবরাহিমের জন্য তিনি উৎকৃষ্ট ঘোড়া ও ভারী অস্ত্র ক্রয় করেন। এদিকে মুসলিম ফৌজ এই আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে—

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

'আল্লাহ তাআলা তো মুমিনদের কাছ থেকে তাঁদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে—হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চেয়ে বড় ওয়াদা পালনকারী কে আছে? অতএব তোমরা তাঁর সাথে যে লেনদেন করেছ, তাতে আনন্দিত হও। আর সেটাই হচ্ছে মহাসাফল্য।'[৪৩]

৪৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১১।

যখন বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসে, উম্মে ইবরাহিম পুত্রের হাতে কাফনের কাপড় ও হানুত (নামক সুগন্ধি) ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'পুত্রধন আমার! যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে, কাফন পরে সুগন্ধি মেখে নেবে। সাবধান! আল্লাহর নিকট যেন তুমি অবহেলাকারী গণ্য হয়ে না যাও।'

তারপর তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেয়ে বলেন, 'আমাদের সাক্ষাৎ হবে কেবল আল্লাহর সামনে—কিয়ামতের ময়দানে।'

আব্দুল ওয়াহিদ ﷺ বলেন, 'যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই, ইবরাহিম সম্মুখের সারি থেকে বেরিয়ে আসে, তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সে বহুসংখ্যক কাফিরকে হত্যা করে। পরে তারা একযোগে আক্রমণ করে তাকে শহিদ করে দেয়।

যুদ্ধশেষে যখন আমরা বিজয়ীবেশে ফিরে আসি, আমাদের সংবর্ধনায় লোকের ঢল নামে বসরার পথে পথে। তাদের মাঝে ছিলেন উম্মে ইবরাহিমও। আমাকে দেখে তিনি বলে ওঠেন, "আবু উবাইদ! আমার উপহারের কী অবস্থা? গৃহীত হলে আমাকে অভিনন্দিত করা হবে আর প্রত্যাখ্যাত হলে সমবেদনা জানানো হবে।" আমি বলি, আপনার হাদিয়া কবুল হয়েছে। আপনার পুত্র শহিদদের দলে চিরজীবন লাভ করেছেন ইনশাআল্লাহ।

খুশিতে আত্মহারা উম্মে ইবরাহিম সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার কুরবানি কবুল করেছেন—আমার তামান্না পূর্ণ করেছেন।"

পরদিন মসজিদে তিনি আমার কাছে এসে বলেন, "সুখবর! সুখবর!! হে আবু উবাইদ!!!"

আমি বলি, আপনি চিরদিন কল্যাণকর সুসংবাদ বয়ে আনুন!

তিনি বলেন, "গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি আমার পুত্র ইবরাহিমকে—একটি সুন্দর বাগানে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় বসে আছে মাথায় মুকুট পরে। সে আমাকে বলছে, "আম্মু! খুশির খবর। মোহর কবুল করা হয়েছে আর বাসর ঘরে বরের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে কনেকে।"'[৪৪]

---

৪৪. মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারিয়িল উশশাক, ইবনে নাহহাস : ২১৫/১। (ঈষৎ পরিবর্তিত)

আবু কুদামা শামি ﷺ বলেন, 'এক লড়াইয়ে আমি মুসলমানদের একটি সৈন্যদলের আমির ছিলাম। একটি এলাকায় গিয়ে আমি জনগণকে জিহাদের দাওয়াত দিই। উদ্বুদ্ধ করি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহয় শরিক হতে। তাদের সামনে তুলে ধরি, শাহাদাতের বিশাল ফজিলত এবং শহিদদের ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদার কথা—কী বিপুল প্রতিদান আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন! কত চিরস্থায়ী নিয়ামত আল্লাহ তাদের উপহার দেবেন! একসময় মজলিস ভেঙে যায়। লোকজন যার যার মতো চলে যেতে থাকে। ঘোড়ায় চড়ে আমিও বাড়ির দিকে রওনা হই। পথে দেখি এক মহিলা আমার অপেক্ষায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে ডাকতে থাকে—"আবু কুদামা! ওহে আবু কুদামা!!"

আমি মনে মনে বলি, এ নিশ্চয়ই শয়তানের ফন্দি—আমাকে ফিতনায় ফেলার জন্য! আমি তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চলতে থাকি। পেছন থেকে সে বলে ওঠে, "নেককারগণ কখনো এমন ছিলেন না।" বাধ্য হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। সে এসে একটি কাগজ ও শক্ত করে বাঁধা একটি কাপড়ের পুটলি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

আমি কাগজটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে লেখা—

"আপনি আমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন। বিপুল সাওয়াব অর্জনের পথ দেখিয়েছেন। আমি এক অক্ষম নারী; নিজে বের হতে পারছি না। তাই আমার শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ—আমার চুলের বেণিদুটো কেটে আমি আপনাকে দিয়েছি, যেন আল্লাহর পথে জিহাদরত কোনো ঘোড়া বাঁধার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমার বেণিদুটো তাঁর পথে কোনো ঘোড়ার বাঁধনরূপে দেখতে পেয়ে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

লড়াইয়ের দিন সকালে দেখি, মুজাহিদদের কাতারসমূহের একেবারে সামনে এক নির্ভীক বালক বীরবিক্রমে লড়ে যাচ্ছে। কাছে গিয়ে আমি তাকে বলি, "এই ছেলে! তোমার বয়স কম। সঙ্গে তোমার ঘোড়াও নেই। পায়ে হেঁটে লড়ছ! ভয় পাচ্ছি, পাছে আবার ঘোড়ায় পদদলিত না হও। তুমি বরং সরে এসো।"

বালকটি আমাকে বলে, "আপনি আমাকে চলে যেতে বলছেন, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ـ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হবে, তখন তাদের দিকে পিঠ ফেরাবে না—পশ্চাদপসরণ করবে না। সেদিন যুদ্ধকৌশল অবলম্বন কিংবা দলে ফিরে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ তাদের পিঠ দিলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে এবং তার নিবাস হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান!"[৪৫]

তার সাহস ও বীরত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। আমার কাছে থাকা একটি সংকর জাতের ঘোড়ায় তাকে উঠিয়ে দিই।

সে আমাকে বলে, "হে আবু কুদামা, আমাকে তিনটি তির ধার দিন।" আমি বলি, "এটি কি ধার দেওয়ার সময়?" সে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকে। পরে আমি রাজি হই। তাকে বলি, "কিন্তু শর্ত আছে—আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে শহিদরূপে কবুল করেন, তবে কিয়ামতের দিন তুমি আমার জন্য সুপারিশ করবে।" সে বলে, "ঠিক আছে।" তাকে আমি তিনটি তির দিই। সে একটি তির ধনুকে রেখে বলে, "আবু কুদামা! আপনার প্রতি সালাম।"

এরপর তিরটি ছুড়ে সে এক রোমককে হত্যা করে। আরেকটি তির নিক্ষেপ করতে করতে সে বলে, "বিদায়ী সালাম গ্রহণ করুন হে আবু কুদামা!" এ সময় একটি তির এসে তার কপালে বিদ্ধ হয়। ঘোড়ার জিনের বাঁকা অংশে সে মাথা রেখে দেয়। আমি তার কাছে গিয়ে বলি, "শর্তের কথা ভুলে যেয়ো না।" তার শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। সে উত্তর দেয়, "একটি প্রয়োজনে আপনাকে আমার দরকার। আপনি যখন শহরে প্রবেশ করবেন, আমার মায়ের কাছে যাবেন। এই থলেটি তাকে দেবেন। আর তাকে আমার পুরো ঘটনা খুলে বলবেন।

---

৪৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১৫-১৬।

আবু কুদামা জানতে চান, কিন্তু কে তোমার মা? শহরের এত মহিলার মাঝে তোমার মাকে আমি চিনব কীভাবে? বালক বলে, "এক মহিলা মুজাহিদদের ঘোড়া বাঁধার জন্য আপনাকে চুল দিয়েছেন না?—তিনিই আমার মা। আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম দেবেন। গত বছরের জিহাদে তিনি হারিয়েছেন আমার বাবাকে আর এই বছর আমাকে।" একটু পরেই সে ঢলে পড়ে শাহাদাতের কোলে। আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহম করুন।

যুদ্ধশেষে একটি কবর খুঁড়ে তাকে দাফন করি আমরা। কবর থেকে ফিরে আসার জন্য পা বাড়াব এমন মুহূর্তে দেখি—জমিন তাকে ওপরে ছুড়ে দিয়েছে। কবরের বাইরে মাটির ওপর পড়ে আছে তার লাশ। আমার সঙ্গীরা বলে, "ছোট ছেলে—হয়তো মায়ের অনুমতি না নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তাই জমিন তাকে গ্রহণ করছে না।" আমি বলি, "আরে! জমিন তার চেয়েও কত খারাপ মানুষকে গ্রহণ করে!"

আমরা তখন হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি—বুঝতেই পারছি না কী করব। সহসা আকাশ থেকে নেমে আসে এক ঝাঁক সাদা পাখি। মুহূর্তেই তারা খেয়ে ফেলে বালকের লাশ। আমরা চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারিনি—কাছেও ঘেঁষতে পারিনি।

শহরে পৌঁছে আমি তার বাড়িতে যাই। কড়া নাড়তেই বের হয়ে আসে তার বোন। আমাকে দেখেই সে দৌড়ে ভেতরে চলে যায় । মাকে ডেকে বলে, "আম্মু! আবু কুদামা এসেছেন। সঙ্গে ভাইয়া নেই। গত বছর আমরা হারিয়েছি বাবাকে, আর এই বছর ভাইকে।"

তার মা বেরিয়ে এসে জানতে চান, "সান্ত্বনা দিতে এসেছেন নাকি অভিনন্দন জানাতে?"

আমি বলি, "কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?" তিনি বলেন, "যদি সে মারা যায় তো আমাকে সান্ত্বনা দিন আর যদি শাহাদাতবরণ করে তো অভিনন্দন জানান।" আমি বলি, "নাহ! সে শাহাদাতবরণ করেছে।" তিনি বলেন, "তার শাহাদাতের একটি আলামত আছে—আপনি কি তা দেখেছেন?!" আমি বলি, "হাঁ! মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। আসমান থেকে কিছু পাখি নেমে এসে

তার শরীরের গোশত খেয়ে কেবল হাড়গোড় রেখে গেছে। সেগুলোই আমরা দাফন করেছি।" তখন মা বলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর! গভীর রাতে সে যখন তার ইবাদতের জায়গায় সালাত আদায় করত, কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করত—হে আল্লাহ! আমাকে একাধিক পাখির পাকস্থলিতে একত্র করুন।"'[৪৬]

প্রিয় ভাই! সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

আনাস ﷺ বলেন, 'এক ব্যক্তি উমর ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আমিরুল মুমিনিন! আমি জিহাদে যেতে চাই। আপনি আমার জন্য সওয়ারির ব্যবস্থা করে দিন।" উমর ﷺ এক লোককে নির্দেশ দেন, "ওর হাত ধরে বাইতুল মালে নিয়ে যাও—যা ইচ্ছা সে নিক।" বাইতুল মালে ঢুকে সে দেখে, স্বর্ণ ও রৌপ্যে ভরে আছে চারদিক। সে বলে, "এসব কী? আমার তো এসব চাই না! আমি চেয়েছি বাহন ও পাথেয়।" লোকেরা তাকে উমর ﷺ-এর কাছে ফেরত পাঠায় এবং তার বক্তব্য শোনায়। উমর ﷺ তাকে বাহন ও পাথেয় দেওয়ার নির্দেশ দেন। নিজ হাতে তিনি তার জিন বেঁধে দেন এবং পাথেয় গুছিয়ে দেন। বাহনে আরোহণ করে সে হাত উঁচু করে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রশংসা করে এবং তাঁর গুণকীর্তন করে। উমর ﷺ তার পেছনে পেছনে চলতে থাকেন, যাতে সে তাঁর জন্য দোয়া করে। আল্লাহর প্রশংসা শেষ করে সে সওয়ারির জিনের দিকে ইশারা করে বলে, "আল্লাহ তাআলা উমরকে উত্তম বদলা দিন।"'[৪৭]

أَلَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَاذَا تَضَمَّنَتْ * بُطُوْنُ الثَّرَى وَاسْتُوْدِعَ الْبَلَدُ الْقَفْرُ

بُدُوْرٌ إِذَا الدُّنْيَا دَجَتْ أَشْرَقَتْ بِهِمْ * وَإِنْ أَجْدَبَتْ يَوْمًا فَأَيْدِيْهِمُ الْقَطَرُ

فَيَا شَامِتًا بِالْمَوْتِ لَا تَشْمَتَنْ بِهِمْ * حَيَاتُهُمْ فَخْرٌ وَمَوْتُهُمْ ذِكْرٌ

'মাটির গর্ভে শুয়ে থাকা যত মুজাহিদ, বিজন প্রান্তরে ঠাঁই নেয়া যত শুহাদা—পূর্ণিমার চাঁদ তাঁরা; তমসাচ্ছন্ন ধরার বুকে তাঁরাই আলোর ফোয়ারা। কঠিন অনাবৃষ্টির কালে তাঁরাই রহমতের

---

৪৬. সিফাতুস সাফওয়াহ, ইবনুল জাওজি : ২০০/৪। ঈষৎ পরিবর্তিত।
৪৭. কিতাবুজ জুহদ, হান্নাদ বিন সারি : ৩১৪/১।

বহমান ঝরনাধারা। হে দুশমন! তাঁদের তিরোধানে তুমি খুশি হয়ো না। ওদের জীবন যেমন হয় গৌরবোজ্জ্বল, তেমনই মরণও হয় মহিমান্বিত।'[৪৮]

জাফর বিন আব্দুল্লাহ বিন আসলাম ﷺ বলেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধের দিন উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হওয়ার পর প্রথম আহত হন আবু আকিল। তাঁকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করা হলে সেটা তাঁর উভয় কাঁধ ও হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে সাধারণত মৃত্যু হয় না এমন জায়গায় বিদ্ধ হয়। তিরটি বের করে ফেলা হয়। কিন্তু তাঁর দেহের বাম পাশটা অসাড় হয়ে পড়ে। তাঁকে মালপত্র রাখার স্থানে টেনে নেয়া হয়। এটি দিনের প্রথম ভাগের ঘটনা। একসময় যুদ্ধের ময়দান উত্তাল হয়ে ওঠে। মুসলমানগণ পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে। ক্রমশ তারা মালপত্র রাখার স্থান থেকেও পশ্চাদপসরণ করে। জখমের কারণে অক্ষম হয়ে পড়ে থাকা আবু আকিল শুনতে পান মাআন বিন আদি ﷺ চিৎকার দিয়ে বলছে, "হে আনসারিরা! আল্লাহকে ভয় করো। দুশমনের ওপর পাল্টা হামলা চালাও।"

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বলেন, "মাআনের আহ্বান শুনে আবু আকিল তাঁর গোত্রের লোকদের দিকে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান।" আমি তাঁকে বলি, "কোথায় যাচ্ছেন?—আপনার তো যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই!" তিনি উত্তর দেন, "ঘোষক আমার নাম ধরে ডাক দিয়েছেন।" আমি তাঁকে বলি, "তিনি তো হে আনসারিরা বলে ডাক দিয়েছেন—আহতদের কথা তো বলেননি!" আবু আকিল বলেন, "আমি আনসারেরই একজন। হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেবো!" ইবনে উমর ﷺ বলেন, "আবু আকিল কোমরে বন্ধনী পরে ডান হাতে তরবারি তুলে নেন। তারপর হাঁক দিতে থাকেন, "হে আনসারিরা! হুনাইন যুদ্ধের মতো পাল্টা আক্রমণ করো! ঐক্যবদ্ধ হও। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর। সামনে অগ্রসর হও।"

অবশেষে মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়ায়। শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। টিকতে না পেরে একপর্যায়ে তারা বাগানে ঢুকে পড়ে। উভয়পক্ষের ফৌজ পরস্পর মিশে যায়। তরবারির ঠোকাঠুকি চলতে থাকে।

---

৪৮. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ইবনু খাল্লিকান : ২৪০/৭।

ইবনে উমর ﷺ বলেন, "আমি তাকিয়ে দেখি আবু আকিলের আহত হাতটি কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাঁর শরীরে দেখা যাচ্ছে চোদ্দোটি মারাত্মক জখম—যার প্রতিটি প্রাণহরণের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর দুশমন মুসাইলামা নিহত হয়।"

ইবনে উমর ﷺ আরও বলেন, "আমি আবু আকিলের পাশে দাঁড়াই। রক্তাক্ত শরীরে তখন তিনি জীবনের শেষ নিশ্বাসগুলো নিচ্ছিলেন।" আমি বলি, "হে আবু আকিল!" জড়ানো কণ্ঠে তিনি উত্তর দেন, "বলুন, এই তো আমি। কারা পরাজিত হয়েছে?" আমি বলি, "আপনার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহর দুশমন মুসাইলামা নিহত হয়েছে।" আসমানের দিকে আঙুল উঁচু করে ধরে তিনি কেবল উচ্চারণ করেন—আলহামদুলিল্লাহ। তারপর নিঃশব্দে ঢলে পড়েন শাহাদাতের কোলে। আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।'[৪৯]

মুসলিম ভাই আমার!

ইবনে আবদু রাব্বিহ বলেন, 'আনসারি লোকেরা সবচেয়ে বেশি সাহসী!'

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যখনই তরবারি কোষমুক্ত হয়েছে, ফৌজ অভিযানে বেরিয়েছে, রণাঙ্গনে সৈন্যদলের সারি রচিত হয়েছে—কাইলার দুই বংশ : আওস ও খাজরাজ সাড়া দিয়েছে। এই দুই গোত্রই আনসার। তাদের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমর বিন আমির বিন আজদ।'

কাতাদা ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন আরবের কোনো গোত্রে আনসারের চেয়েও অধিক সংখ্যক শহিদ থাকবে, তাঁদের চেয়েও বেশি মর্যাদাবান হবে বলে আমরা জানি না।'

কাতাদা ﷺ বর্ণনা করেন, 'আনাস ﷺ আমাকে বলেন, "উহুদ যুদ্ধের দিন আনসারদের সত্তর জন শহিদ হন। বিরে মাউনার দিন শহিদ হন সত্তর জন। আর ইয়ামামার যুদ্ধের দিন শহিদ হন সত্তর জন।"' কাতাদা ﷺ বলেন, 'বিরে মাউনার ঘটনা সংঘটিত হয় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে আর ইয়ামামার যুদ্ধ হয় আবু বকর ﷺ-এর আমলে—যেদিন মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে জিহাদ হয়।'

---

৪৯. মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারিয়িল উশশাক, ইবনে নাহহাস : ৫০৯/১।

আনাস ﷺ বলতেন, 'হে আমার রব! উহুদে আনসারি শহিদ হন সত্তর জন; বিরে মাউনায় সত্তর জন, মুসাইলামা কাজ্জাবের সাথে যুদ্ধে সত্তর জন, আর আবু উবাইদের সেতুর যুদ্ধে সত্তর জন।'[৫০]

ইবনে সিরিন ﷺ বলেন, 'একবার মুসলমানরা একটি বাগানের প্রাচীরের গোড়ায় এসে পৌঁছেন, যার ভেতরে মুশরিকরা অবস্থান করছিল। বারা ﷺ একটি ঢালের ওপর বসে সাথিদের বলেন, "তোমাদের বর্শা দিয়ে আমাকে ওপরে উঠিয়ে দাও।" সঙ্গীরা তাঁকে বর্শা দিয়ে তুলে দেয়ালের ওপাশে ফেলে দেয়। তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত তিনি একাই শত্রুপক্ষের দশজনকে হত্যা করেন। বারা ﷺ-এর শরীরে সব মিলিয়ে আশির চেয়েও বেশি তরবারি ও তিরের আঘাত পাওয়া যায়। খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ এক মাস চিকিৎসা করালে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।'[৫১]

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

আবু রাফি ﷺ বলেন, 'উমর ﷺ রোমের বিরুদ্ধে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে রোমকরা আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা ﷺ-কে বন্দী করে তাদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যায়। তারা সম্রাটকে বলে, "এ লোকটি মুহাম্মাদের সাহাবি।" সম্রাট তাকে বলে, "আপনি যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তবে আপনাকে আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবো।" তিনি উত্তর দেন, "আপনার পুরো সাম্রাজ্য আর গোটা আরবের রাজত্ব দিয়ে দিলেও আমি এক পলকের জন্যও মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীন ত্যাগ করব না।" বাদশাহ বলে, "তবে আপনাকে আমি হত্যা করব।" তিনি বলেন, "আপনি চাইলে করতে পারেন।" সম্রাটের নির্দেশে তাঁকে শূলিতে চড়ানো হয়। সম্রাট বলে, "তাঁর উভয় হাত ও পায়ের আশেপাশে তির নিক্ষেপ করো।" তখনও সম্রাট তাঁর সামনে খ্রিষ্টধর্ম পেশ করতে থাকে আর তিনি অস্বীকৃতি জানাতে থাকেন। এরপর তাঁকে শূল থেকে নামিয়ে আনা হয়। একটি ডেগ আনিয়ে সেখানে পানি ভর্তি করে গরম করা হয়। দুজন মুসলিম বন্দী ডেকে এনে একজনকে তাঁর চোখের সামনে ফেলে দেয়া হয় ডেগের ফুটন্ত পানিতে। তারপর সম্রাট আবার খ্রিষ্টধর্ম পেশ করে,

---

৫০. আল-ইকদুল ফারিদ : ১১৮/১।
৫১. উসদুল গাবাহ : ২০৬/১।

তিনি আবার প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর ইবনে হুজাফা ﵁ কেঁদে ওঠেন। সম্রাট মনে করে, তিনি ভয় পেয়েছেন। তিনি নির্দেশ দেন, "তাঁকে ফিরিয়ে আনো।" সে পুনরায় খ্রিষ্টধর্ম পেশ করে। যথারীতি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বলেন, "আমার এই একটিই জীবন। কেবল এক মুহূর্ত আগুন সহ্য করে তা চলে যাবে। আমার বাসনা হলো, আমার শরীরে যত লোম আছে, আমার ততগুলো জীবন যদি আল্লাহর পথে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতো!" অত্যাচারী সম্রাট বলে ওঠে, "আমার মাথায় চুমু দেওয়ার শর্তে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হলে আপনি রাজি আছেন?" তিনি বলেন, "অন্য বন্দীদেরও যদি মুক্তি দেয়া হয় তবে।" সম্রাট বলে, "ঠিক আছে।" তিনি সম্রাটের মাথায় চুমু দেন। শর্তানুযায়ী সম্রাট বন্দীদের ছেড়ে দেয়।

বন্দীরা ফিরে এসে উমর ﵁-কে ঘটনা বর্ণনা করেন। উমর ﵁ বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের ইবনে হুজাফার মাথায় চুমু খাওয়া উচিত। প্রথমে আমি নিজেই শুরু করছি।" এ কথা বলে তিনি তাঁর মাথায় চুমু দেন।'[৫২]

সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?!

উহুদ যুদ্ধের দিন উমর ﵁ তাঁর ভাই জাইদকে বলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমার বর্মটি পরিধান করো।' তিনি বর্মটি পরিধান করে কিছুক্ষণ পর খুলে ফেলেন। উমর ﵁ জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার?' তিনি বলেন, 'আপনি নিজের ব্যাপারে যে প্রত্যাশা করেন, আমিও আমার ব্যাপারে তাই করি। (অর্থাৎ তিনিও শহিদ হতে চান।)'

আবু ইসহাক আস-সাবিয়ি ﵀ বলেন, 'ইকরামা ﵁ ইয়ারমুকের ময়দানে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে যান। একপর্যায়ে তিনি পান করেন শাহাদাতের পেয়ালা। তাঁর শরীরে তির, বর্শা ও তরবারির সত্তরের অধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়।'[৫৩]

আব্দুর রহমান বিন আবি লাইলা ﵀ বলেন, 'যখন এই আয়াত নাজিল হয়—

---

৫২. উসদুল গাবাহ : ২১২/৩।
৫৩. আস-সিয়ার : ৩২৪/১।

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

"যেসব মুমিন ঘরে বসে থাকে আর যারা জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়।"

তখন ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ ফরিয়াদ করেন, "হে আল্লাহ! আমার ওজর কবুল করে আয়াত নাজিল করুন।" আল্লাহ তাআলা নাজিল করেন, (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) "যাদের ওজর নেই।" এই অংশটি আয়াতের মাঝখানে স্থাপন করা হয়।[৫৪]

পরবর্তীকালে তিনি যখন জিহাদের ময়দানে যেতেন, সঙ্গীদের বলতেন, "ঝান্ডাটি আমার হাতে তুলে দিয়ে উভয় কাতারের মধ্যবর্তী স্থানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দাও। আমি যেহেতু অন্ধ, পালাতে পারব না।"'

আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, 'কাদিসিয়ার যুদ্ধে ইবনে উম্মে মাকতুমের হাতে বড় ও ছোট দুটি পতাকা ছিল!'

খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ বলেন, 'যে রাতে সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় কিংবা আমার কক্ষে নববধূর আগমন ঘটে, সে রাত আমার কাছে আল্লাহর পথে একটি তিক্ত শীতের রাতের চেয়ে বেশি প্রিয় নয়।'[৫৫]

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'মুতার যুদ্ধের দিন আমি জাফর ﷺ-কে জড়িয়ে ধরি, তাঁর সামনের দিকে চল্লিশটির অধিক বর্শা ও তরবারির আঘাত দেখতে পাই।'[৫৬]

কেন এমন হবে না! তিনি তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদিসটি শুনেছেন, যেটি বর্ণিত আছে সাহল বিন সাদ থেকে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

৫৪. তখন আয়াতটি দাঁড়ায়—(لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ) "যেসব মুমিন অক্ষম নয়, অথচ (জিহাদে না গিয়ে) ঘরে বসে থাকে, তারা এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না।"

৫৫. আস-সুবাত ইনদাল মামাত, পৃষ্ঠা নং ১০৭।

৫৬. আস-সিয়ার : ২১০/১।

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম।'[৫৭]

সালমান ﷺ বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

"আল্লাহর পথে এক দিন ও এক রাত পাহারা দেওয়া এক মাস সাওম পালন ও রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তবে এ আমলের সাওয়াব জারি থাকবে। তার রিজিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে আখিরাতে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।"[৫৮]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'এখানে সীমান্তরক্ষীর ফজিলত স্পষ্ট। মৃত্যুর পরও আমলের সাওয়াব জারি থাকা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য—অন্য কেউ এই গুণের অধিকারী নয়।' সহিহ মুসলিম ব্যতীত অন্য গ্রন্থে আছে, 'মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সবার আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে—কেবল আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত ব্যক্তির আমলে এমনটি হয় না। তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে।'[৫৯]

---

৫৭. সহিহুল বুখারি : ২৮৯২।
৫৮. সহিহু মুসলিম : ১৯১৩।
৫৯. শারহু সহিহি মুসলিম, ইমাম নাবাবি : ৬১/১৩।

হে আমার মুসলিম ভাই!

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া মক্কা, মদিনা ও বাইতুল মাকদিসে অবস্থান করার চেয়ে উত্তম। এমনকি আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়া আমার কাছে হাজারে আসওয়াদের নিকট লাইলাতুল কদর পাওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়।"'[৬০]

জাব্বার বিন সুলমা আমির বিন ফুহাইরা ﷺ-কে বর্শাবিদ্ধ করেন। বর্শা যখন তার দেহ ভেদ করে তিনি বলে ওঠেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি সফল হয়েছি।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমির ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়; আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফেরেশতাগণ তার দেহ আড়াল করে ফেলেছেন এবং তাকে ইল্লিয়্যিনে জায়গা দিয়েছেন।'

জাব্বার বিন সুলমা জিজ্ঞেস করে, 'সে যে বলেছে, "আল্লাহর শপথ! আমি সফল হয়েছি"—তার অর্থ কী? তাঁরা বলেন, 'জান্নাত।' আমির বিন ফুহাইরা ﷺ-এর এ ঘটনা দেখে জাব্বার ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হন। আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমির বিন ফুহাইরাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেয়া হয়—তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি। সাহাবিদের ধারণা ফেরেশতাগণ তাঁকে আড়াল করে ফেলেছেন।'

জাবির ﷺ বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন যখন আমার বাবা নিহত হন, আমি তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদছিলাম। সাহাবিগণ আমাকে কাপড় সরাতে নিষেধ করছিলেন, তবে নবি ﷺ নিষেধ করছিলেন না। আমার ফুফুও কাঁদছিলেন। তখন নবি ﷺ বলেন, "তুমি তার জন্য কাঁদছ?" অথবা বলেন, "সে যেন না কাঁদে; তোমরা তার লাশ ওঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছায়া দিচ্ছিলেন।"[৬১]

জাবির ﷺ বর্ণনা করেন, 'রাসুল ﷺ আমাকে বলেন, "আমি কি তোমাকে জানাব না—আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন? আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আমার বান্দা! আমার কাছে চাও—আমি তোমাকে দান

---

৬০. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪১৮/২৮।
৬১. সহিহুল বুখারি : ১২৪৪।

করব।” তোমার পিতা বলেন, “আমি চাই, আপনি আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠাবেন; আর আমি পুনরায় আপনার পথে শহিদ হব!” আল্লাহ্ বলেন, “আমার সিদ্ধান্ত পূর্বেই স্থির হয়ে গেছে—তারা দুনিয়ায় আর ফিরে যাবে না।” তোমার পিতা বলেন, “হে আমার রব! তাহলে আমার অবস্থার কথা পরবর্তীদের জানিয়ে দিন।” তখন আল্লাহ্ তাআলা নাজিল করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

“আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের তুমি মৃত মনে কোরো না। বরং তারা জীবিত, তারা তাদের রবের নিকট জীবিকাপ্রাপ্ত।”’[৬২]

আবু তাইয়িব মুতানাব্বি বলেন :

عِشْ عَزِيْزًا أَوْ مُتْ وَأَنْتَ كَرِيْمٌ * بَيْنَ طَعْنِ الْقَنَا وَخَفْقِ الْبُنُوْدِ

‘সম্মান ও মর্যাদার সাথে করো জীবনধারণ; অন্যথায় বীরের মতো বিলিয়ে দাও প্রাণ রণাঙ্গনে—তলোয়ারের ঝলকানি আর উড্ডীয়মান পতাকার ছায়ায়।’

প্রিয় ভাই!

ইবনে আউন ﵀ বলেন, ‘আমরা ছিলাম তখন রোম সাম্রাজ্যে। হঠাৎ খেয়াল করি, মুসলমান সৈন্যদের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে। পাশের সাথিকে জিজ্ঞেস করি, “ওদের চেহারায় এটা কীসের ছাপ?” তিনি বলেন, “শত্রুবাহিনী দেখতে পাচ্ছেন না?” দূরে চেয়ে দেখি—হাজার হাজার কাফির সৈন্যে পাহাড় কালো হয়ে গেছে।’

ইবনে আউন ﵀ বলেন, ‘আমরা জানি মৃত্যু সর্বদা অপছন্দনীয়। আমার পাশে এক ব্যক্তিকে দেখি, তার চেহারায় অন্যদের মতো বিচলিত ভাব নেই। হাতে তার দুটি আপেল—নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সেগুলো নাড়াচাড়া করছে। এমন সময় শত্রুপক্ষের এক সৈন্য বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। মুসলমানদের

৬২. মাকারিমুল আখলাক, পৃষ্ঠা নং ৩৮।

মধ্য হতে একজন গিয়ে তার সঙ্গে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়। কাফির সৈন্যটি তার ওপর আক্রমণ করে; বর্শার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। তখন আপেলওয়ালা মুজাহিদ তার আপেলদুটি ছুড়ে ফেলে কাফিরটির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার ওপর আক্রমণ করে বর্শার আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে। তারপর ফিরে এসে আপেলদুটি নেয়—আর আগের মতোই সেগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে। আমি পাশের সাথিকে জিজ্ঞেস করি, "ওই মুজাহিদটি কে?" সে উত্তর দেয়, "আল-বাত্তাল।"'[৬৩]

وَصَبْرٍ عِنْدَ مُعْتَرَكِ الْمَنَايَا * وَقَدْ شُرِعَتْ أَسِنَّتُهَا بِنَحْرِيْ

'লড়ে যাই আমি ধৈর্যের সাথে মৃত্যু উপত্যকায়—যখন আমার বুক বরাবর তাক করা উদ্যত খঞ্জর।'[৬৪]

জিহাদ অনেকভাবে হতে পারে—আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে এই যুগে! যেমন : কথা ও কলমের মাধ্যমে জিহাদ, মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন ও তাদের জবাব দেওয়ার মাধ্যমে জিহাদ।

আবু ইসমাইল আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-হারাওয়ি ﵀ বলেন, 'আমাকে পাঁচবার তরবারির মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু একবারও বলা হয়নি—আপনি আপনার মত পরিবর্তন করুন। আমাকে বলা হয়, আপনার মতের বিরুদ্ধে গেলেও আপনি মুখ খুলবেন না। তো আমি জবাব দিই, আমি চুপ থাকতে পারব না।'[৬৫]

মুসলিম ভাই আমার!

এঁরাই তোমার পূর্বসূরি! কবি আলি আল-জারিম তাঁদের ব্যাপারে বলেন :

عِشْنَا أَعِزَّاءَ مِلءَ الْأَرْضِ مَا لَمَسَتْ * جِبَاهُنَا تُرْبَهَا إِلَّا مُصَلِّيْنَا

لَا يَنْزِلُ النَّصْرُ إِلَّا فَوْقَ رَايَتِنَا * وَلَا تَمَسُّ الظُّبَا إِلَّا نَواصِيَنَا

---

৬৩. আবু ইয়াহইয়া আব্দুল্লাহ ﵀; আল-বাত্তাল নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। (অনুবাদক)
৬৪. শাজারাতুজ জাহাব : ৮/২।
৬৫. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১১৮৪/৩।

‘বিশ্বজুড়ে আমরা দাপিয়ে বেড়াতাম প্রবল প্রতাপে। সালাত ব্যতীত কখনো মাটি স্পর্শ করেনি আমাদের কপাল। বিজয় অবতীর্ণ হতো কেবল আমাদের পতাকায়। আমাদের পিঠের নাগাল পায়নি কখনো তরবারির ধার—কেবল কপালই স্পর্শ করেছে সব সময়।’

উমর ﷺ খাব্বাব বিন আরাত ﷺ-কে মুশরিকদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ‘হে আমিরুল মুমিনিন! আমার পিঠ দেখুন। আমার জন্য আগুন জ্বালানো হতো। টেনে হিঁচড়ে আমাকে ফেলা হতো সেই আগুনে। আর আমার পিঠের চর্বি গলে সেই আগুন নিভে যেত।’

মর্যাদা ও জিহাদের যুগের এক আশ্চর্য কথা শুনি। ইবনে জুবাইর ﷺ বলেন, ‘আমরা সেই জাতি, যাদের মৃত্যু হয় জিহাদের ময়দানে। কী হলো তোমাদের? বিছানায় মৃত্যুর হার বাড়তে দেখছি কেন?’

আজকের অবস্থা যদি তিনি দেখতেন, তবে কেমন হতো?

জনৈক আলিম বলেন, ‘শতকরা আশি ভাগ সাহাবি মৃত্যুবরণ করেছেন জিহাদের ময়দানে—দ্বন্দ্বযুদ্ধে বা শত্রুর আঘাতে। তাঁদের শাহাদাতের মাধ্যমেই বুলন্দ হয় ইসলামের ঝান্ডা, সমুন্নত হয় মুসলমানদের মর্যাদা, পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে দিনের দাওয়াত।’

আলি বিন জাইদ ﷺ বলেন, ‘জুবাইর ﷺ-কে দেখেছেন এমন এক ব্যক্তি আমাকে তাঁর বর্ণনা দিয়ে বলেন, “তাঁর বুকজুড়ে ছিল তরবারি ও বর্শার গর্তসদৃশ আঘাতের চিহ্ন।’

উরওয়া ﷺ বর্ণনা করেন, ‘(তার পিতা) জুবাইরের শরীরে তরবারির তিনটি আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল তার কাঁধে। আমি ক্ষতস্থানে আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম। ওই আঘাত-তিনটির দুটি ছিল বদর যুদ্ধের আর একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের।’

শাহাদাতের পূর্বমুহূর্তে খুবাইব বিন আদি ﷺ আবৃত্তি করেছিলেন মৃত্যুর কবিতা—আত্মোৎসর্গের কবিতা :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّ تَخَشُّعًا * وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللهِ مَرْجِعِي

'যখন আমি মুসলিম অবস্থায় নিহত হচ্ছি আল্লাহর পথে, আমার এই মৃত্যু যেভাবেই হোক—আমি কোনো পরোয়া করি না। এ তো নিঃশেষে আত্মদান প্রভুর ভালোবাসায়। তিনি যদি চান তবে কল্যাণধারায় সিক্ত হবে আমার কর্তিত দেহের প্রতিটি গ্রন্থি। দুশমনের সামনে আমি ভীত হই না—মাথা ঝুঁকাই না। নিশ্চয় আল্লাহর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।'[৬৬]

জিহাদের হুকুম অবতরণের পর্যায়সমূহ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম ﷺ বলেন, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতালের তিনটি পর্যায় রয়েছে—

- **প্রথম পর্যায় :** ইসলামের প্রথম যুগে কেবল ক্ষমা ও সংযম অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়।
- **দ্বিতীয় পর্যায় :** তারপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার হুকুম দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

  ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾

  "যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[৬৭]

- **তৃতীয় পর্যায় :** তারপর মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা ও নির্দেশ দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

  ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾

---

৬৬. সহিহুল বুখারি : ৩৯৮৯।

৬৭. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৩৯।

"মুশরিকদেরকে যেখানে পাও, হত্যা করো।"[৬৮]

এটি "আয়াতুস সাইফ" বা তরবারির আয়াত নামে পরিচিত। এই হাদিসটিও উক্ত আয়াতের সমার্থক—রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

"আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল; আর সালাত কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে। তারা যদি এসব করে, তবে তারা আমার পক্ষ হতে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে—তবে ইসলামের হকের (হুদুদ ও কিসাস) কথা ভিন্ন। আর তাদের (অন্তরের) হিসাবের ভার আল্লাহর হাতে।"[৬৯]

জিহাদ প্রথমে আত্মরক্ষার জন্য প্রবর্তিত হলেও, পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে অনুমতি প্রদান করা হয় এবং ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।'

শাইখ রহ. আরও বলেন, 'এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে তাদের শিরকের কারণে—তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে নয়। এর সপক্ষে প্রমাণাদি নিম্নরূপ :

পূর্ববর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, "আমাকে মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল ..." । এখানে এ কথা বলা হয়নি—তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেই তবে যুদ্ধ করব কিংবা আমরা তাদের দিক থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করলেই কেবল লড়াইয়ে নামব।

---

৬৮. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫।
৬৯. সহিহুল বুখারি : ২৫।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾

"তোমরা যুদ্ধ করো ওই সব লোকের সঙ্গে, যারা আল্লাহর ওপর ইমান আনে না ...।"[৭০]

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম তাদের মধ্যে বিদ্যমান নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে—

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহ কিংবা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন তাকে অবৈধ গণ্য করে না এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা নতি স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিজিয়া প্রদান করে।"

এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার কারণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾

"মুশরিকদের যেখানে পাও, হত্যা করো।"[৭১]

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়—জিহাদ করা হয় তাদের শিরকের কারণে; কারণ নাম যদি গুণবাচক বিশেষ্য হয়, তবে সেই গুণ বিশেষভাবে বিবেচ্য হয়। যেমন : গরিবকে টাকা দাও।

---

৭০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ২৯।
৭১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৫।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

﴿ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ﴾

"যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফুরি করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।"[৭২]

আলোচ্য বিষয়ে হাদিসটি সুস্পষ্ট দলিল—কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় তাদের কুফুরির কারণেই। রাসুল ﷺ সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও সমঝদার। তাদের ক্ষতি হতে আত্মরক্ষাই যদি জিহাদের কারণ হতো, তাহলে তিনি যোগ করতেন—তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ে...।

আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ-কে প্রাথমিক যুগে জিহাদের নির্দেশ দেননি—পরবর্তী সময়ে দিয়েছেন।

(اغْزُوا فِيْ سَبِيلِ اللهِ) "আল্লাহর পথে লড়াই করো" আর (جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وأَلْسِنَتِكُمْ) "সম্পদ, হাত ও জবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।" এখানে সাধ্যানুযায়ী দু-তিন প্রকার কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদিস থেকে বোঝা যায়, তাঁরা সাধ্যানুযায়ী সবগুলোর দ্বারা জিহাদ করতেন। আগেই বলেছি, এগুলো ফরজে কিফায়া।

যুক্তি ও বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদ আহলে ইলমের দায়িত্বের আওতায় পড়ে—সংশয় নিরসন, কলম ও জবানের মাধ্যমে দ্বীনের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি। হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

أهجهم.....

"মুশরিকদেরকে নিন্দা করে কবিতা বলো...।"

অতএব প্রয়োজনে কাফিরদের নিন্দা করা, সংশয় নিরসন করা এবং হক মাসআলা তুলে ধরাও জিহাদের আওতার বাইরে নয়।

দায়িগণের রচনাবলিতে তুমি এমন কোনো কথা পাবে না যে, সাহাবিগণ মুশরিকদের অনিষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করতেন। বরং সুস্থ

---

৭২. সহিহ মুসলিম : ১৭৩১; সুনানুত তিরমিজি : ১৬১৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৮৫৭, ২৮৫৮; মুসনাদু আহমাদ : ২২৯৭৮, ২৩০৩০। ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

প্রকৃতির যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই সে বলবে, কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহাবিদের লড়াই হতো তাদের কুফুরির কারণে। এটি একটি শাখাগত মাসআলা। কিছু ভাই বলে থাকে, "যদিও এটি একটি শাখাগত মাসআলা, তবুও সঠিক কথা হলো, কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হতো তাদের আক্রমণের কারণে"—যেন সে লড়াইয়ের মাধ্যমে কেবল মীমাংসা করতে চাচ্ছে।'

শাইখ ﷺ আরও বলেন, 'আমরা সবাই জানি, মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। কিন্তু অনেকেই জানে না, কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতাল ওয়াজিব হওয়ার কারণ কী?—তাদের অনিষ্ট প্রতিহত করা নাকি তাদের মাঝে কুফুরের বিদ্যমানতা?

দুটোকেই কারণ ধরে নিলে উভয় মতের সমন্বয় ঘটে।

এই মাসআলার সাথে কোনো সংশ্লিষ্টতা না থাকলেও এটা সত্যি যে, কাফিররা প্রতিটি যুগেই এ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বর্তমান যুগের অবস্থা তো আরও নাজুক! তবু কত কাল মানুষ জিহাদ ছেড়ে থাকবে? কাফিরদের অনিষ্টের কোনো শেষ নেই। যখনই ধর্মের প্রসঙ্গ আসে, তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন থেকে দূরে সরাতে বদ্ধপরিকর থাকে। দ্বীন ও মুসলমানদের মাঝে তারা দেয়াল তুলে দিতে চায়। নিজেদের স্বার্থ অনুসারে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে উপনিবেশ বানিয়ে তারা ব্যবহার করতে চায়। বর্তমান যুগে তারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে রেডিও, ম্যাগাজিন ও স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে।

প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই বর্তমান সময়ের অপরিহার্য কর্তব্য, যদি সক্ষমতা থাকে।'[৭৩]

প্রিয় ভাই!

একবার মুসলমানগণ উমর ﵁-এর উপস্থিতিতে উপহার গ্রহণ করছিলেন। হঠাৎ তিনি মাথা উঠিয়ে এক লোককে দেখতে পান, যার চেহারায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'কোনো এক জিহাদে সে আঘাতটি পায়। তখন উমর ﵁ (কর্মচারীদের) নির্দেশ দেন, 'তার জন্য এক হাজার

৭৩. মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসায়িল, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম : ১৯৮/৬।

দিরহাম নিয়ে নাও।' তারা তাকে এক হাজার দিরহাম দেয়। তারপর কিছুক্ষণ তিনি বিতরণকার্যে মগ্ন থাকেন। এরপর আবার নির্দেশ দেন, 'তার জন্য এক হাজার দিরহাম নাও!' তারা তাকে পুনরায় এক হাজার দিরহাম দেয়। উমর ﵁ এভাবে চারবার বলেন। চারবারই তাকে এক হাজার দিরহাম করে দেয়া হয়। অতিরিক্ত দেয়ার কারণে লজ্জা পেয়ে লোকটি বেরিয়ে যায়। উমর ﵁ তার কথা জিজ্ঞেস করলে তাঁকে বলা হয়, 'সম্ভবত বেশি দেওয়ার কারণে লজ্জা পেয়ে সে বেরিয়ে গেছে।' উমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর কসম! যদি সে এখানে উপস্থিত থাকত, এক দিরহাম সম্পদ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমি তাকে দিতে থাকতাম। সে আল্লাহর রাস্তায় এমন আঘাত পেয়েছে, যা তার চেহারায় গর্ত তৈরি করেছে।'[৭৪]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ

'জান্নাতের একশটি স্তর আছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এসব প্রস্তুত করেছেন তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য।'[৭৫]

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং রমজানের সাওম পালন করে; তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়; সে জিহাদ করুক বা নিজ জন্মভূমিতে বসে থাকুক।'

---

৭৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩৫৫/৩।
৭৫. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০।

সাহাবিগণ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেবো না?'

তিনি বলেন :

> إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ - أُرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ
>
> 'জান্নাতের একশটি স্তর আছে। এক স্তর হতে অন্য স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আল্লাহ তাআলা এসব প্রস্তুত করেছেন তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় জান্নাতুল ফিরদাওস প্রার্থনা কোরো। কেননা, সেটি সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ জান্নাত।' বর্ণনাকারী (ইয়াহইয়া বিন সালিহ) বলেন, 'আমার মনে হয় রাসুল ﷺ এও বলেন, "তার ওপর রয়েছে দয়াময় প্রভুর আরশ। আর সেখান থেকেই প্রবাহিত হয় জান্নাতের নহরসমূহ।"'[৭৬]

(أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا) 'কিংবা নিজের বাড়িতে বসে থাকুক'—এতে যারা জিহাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের জন্য সান্ত্বনা রয়েছে। সে সাওয়াব থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত নয়। যদিও সে মুজাহিদিনের স্তরে উত্তীর্ণ হতে অক্ষম; তবু তার রয়েছে ইমান ও নিয়মিত আদায়কৃত ফরজ আমলসমূহ, যা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে।

ইবনে হাজার ﵀ হাদিসের বাহ্যিক অর্থ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে—এখানে উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি ইমান আনে এবং ফরজ আমলসমূহ আদায় করে, তার জান্নাতে প্রবেশ করা নিয়ে আমি যা বললাম, তার সুসংবাদ মানুষকে দিয়ো না। কারণ এই খবর পেলে তারা এতটুকু করেই থেমে যাবে

---

৭৬. সহিহুল বুখারি : ২৭৯০।

এবং এই স্তর অতিক্রম করে তার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ যেসব স্তর জিহাদের মাধ্যমে লাভ হয়, তার দিকে ধাবিত হবে না।

(أَوْسَطُ)—মানে সর্বোৎকৃষ্ট।

এই হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মুজাহিদের স্তর কখনো কখনো অন্য ব্যক্তিরাও লাভ করতে পারে। বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে বা তার সমপরিমাণ অন্যান্য নেক আমলের কারণে। কেননা, রাসুল ﷺ সবাইকে ফিরদাওস লাভের জন্য দোয়া করতে বলেছেন; যদিও পূর্বে তা কেবল মুজাহিদদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।[৭৭]

دَبَبْتَ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُوْنَ قَدْ بَلَغُوْا * جَهْدَ النُّفُوْسِ وَأَلْقَوْا دُوْنَهُ الأُزُرَا

وَكَابَرُوْا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ * وَعَانَقَ المجدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَا

لَا تَحْسِبِ الْمَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ * لَنْ تَبْلُغَ الْمَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

‘বিপুল উদ্যম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাধকরা পৌঁছে গেছে সাফল্যের স্বপ্নচূড়ায়। আর অলস তুমি এখনো হামাগুড়ি দাও অস্থিহীন পোকার ন্যায় আর স্বপ্ন দেখো মর্যাদার সুউচ্চ শিখরের! কুঁড়েরা সাধনা করেনি মর্যাদা লাভের জন্য। অধিকাংশই প্রকাশ করেছে বিরক্তি ও অনীহা। সাফল্য তো কেবল তারই পদচুম্বন করে, যে পরম ধৈর্যের সঙ্গে অব্যাহত রাখে পূর্ণ প্রচেষ্টা। মনে করো না, সাফল্য গাছের ডালে ঝুলন্ত কোনো ফল—পেড়েই তা খেয়ে ফেলবে। সাধনার তিক্ততা ব্যতীত সাফল্যের মিষ্টতার আশা করো না।’[৭৮]

ইবনে উমর رضي الله عنه বলেন, ‘জাফর বিন আবু তালিবের দেহের সম্মুখ ভাগে আমরা বর্শা ও তলোয়ারের মোট নব্বইটি আঘাত পাই।’

أَخُوْ الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا
وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَّرَا

৭৭. ফাতহুল বারি : ১২/৬।
৭৮. আল-আমালি, আবু আলি আল-কালি : ১১৩/১।

> ‘লড়াই যখন বেধে যায়, লড়াকু বীর তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে। রণাঙ্গন যখন হয়ে ওঠে উত্তাল, দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠে সে।’

মুসলিম ভাই আমার!

আল্লাহর দেয়া শর্তগুলো পূরণ হলেই আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

> ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দৃঢ়পদ রাখবেন।’[৭৯]

তাই সালাফে সালিহিন জিহাদে গেলে তাওবা করতেন—বিশেষভাবে যুদ্ধ ঘনিয়ে এলে ও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময়।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ মুজাহিদদের জিহাদে বের হতে চাইলে বলতেন, ‘তোমরা তাওবা করে নাও। কারণ তাওবা তোমাদের থেকে এমন সব ত্রুটি দূর করে দেয়, যা তরবারি দূর করতে পারে না।’

আবু দারদা ﷺ বলতেন, ‘জিহাদে যাওয়ার পূর্বে নেক আমল করো। কেননা, তোমরা তোমাদের আমল দিয়েই দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকো।’

সেনাপতি মাসলামা বিন আব্দুল মালিক বলেন, ‘রাজা বিন হাইওয়াহ ও তাঁর মতো ব্যক্তিদের অসিলায় আমরা জয়লাভ করি।’

আসমায়ি ﷺ বলেন, ‘সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিমের নেতৃত্বে মুসলিমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে তুর্কিদের মুখোমুখি হয়, শত্রুপক্ষের পরিস্থিতি তাকে বিচলিত করে তোলে। তিনি তাবিয়ি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তাকে বলা হয়, তিনি বাহিনীর ডানবাহুতে অবস্থান করছেন। ধনুকে হেলান দিয়ে আঙুল উঁচু করে ইশারা করছেন আকাশের দিকে। তিনি

---

৭৯. সুরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৭।

বলেন, "সেই আঙুল আমার নিকট এক লক্ষ নাঙ্গা তলোয়ার ও নওজোয়ানের চেয়েও বেশি প্রিয়।"'[৮০]

আমাদের পুণ্যাত্মা সালাফের ওপর আল্লাহ রহম করুন। দ্বীনের কালিমা বুলন্দ করতে, ইসলামের পতাকা সমুন্নত করতে এবং কাফির-মুশরিকদের লাঞ্ছিত করতে তাঁরা ছুটে যেতেন জিহাদে। পুরো জীবন তাঁরা ব্যয় করেছেন যুদ্ধে যুদ্ধে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে তাঁদের শরীর। তাঁদের কেউ জীবনভর জিহাদই করে গেছেন। কেউ-বা এক জিহাদ থেকে ফিরেই অন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। কেউ জীবনে মোট কয়বার হজ করেছেন, তা যেমন গণনা করা হয়, তাঁরা কয়বার জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, তাও গণনা করা হতো।

স্পেনে মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক আবু আমির পঞ্চাশের অধিক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর যুদ্ধের ধুলো জমা করে একটি কাঁচা ইট তৈরি করেন, যা তাঁর কবরে রেখে দেয়া হয় কিংবা তার কাফনে ছিটিয়ে দেয়া হয়।'[৮১]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে অতক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না দুধ পুনরায় স্তনে ফিরে যায়। (অর্থাৎ দুধ যেমন পুনরায় স্তনে ফিরে যাবে না, তেমনই ওই ব্যক্তি কক্ষনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না) আর আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি এবং জাহান্নামের ধোঁয়া কোনো বান্দার মধ্যে একত্র হবে না।'[৮২]

আবু ইসা আব্দুর রহমান বিন জাবর বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ

---

৮০. আস-সিয়ার : ১২১/৬।

৮১. আস-সিয়ার : ১৭/৬।

৮২. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৩৩। ইমাম তিরমিজি ﷺ বলেন, এই হাদিসটি হাসান সহিহ।

'আল্লাহর পথে যে বান্দার পদযুগল ধূলিমলিন হয়েছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'[৮৩]

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'কেবল পায়ে ধুলোর স্পর্শের কারণেই যদি জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়, তবে যে ব্যক্তি কষ্ট করে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় ও সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে জিহাদ করে, তার কী প্রতিদান হতে পারে?!'[৮৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'এ প্রতিদান চেহারা ও পায়ের ধুলোর ক্ষেত্রে। আর যদি বরফ, শিলা বা কাদার মতো আরও কষ্টকর কিছু হয়, তবে কী বিপুল প্রতিদান হতে পারে?!'[৮৫]

বর্ণিত আছে, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﷺ ফরজ হজ আদায় করতে পারেননি। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ তাঁকে সব সময় ব্যস্ত করে রেখেছিল। তবু কেউ তাঁর নিন্দা বা সমালোচনা করেনি। কারণ ইবনে তাইমিয়ার উক্তিমতে, আমলসমূহের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেণিগতভাবে হজের আমলের চেয়ে জিহাদের আমল শ্রেষ্ঠতর।

খলিফা হারুনুর রশিদ এক বছর হজ করতেন; আরেক বছর জিহাদ করতেন। তাই তাঁর ব্যাপারে কবি বলেন :

فَمَنْ يَطْلُبْ لِقَاءَكَ أَوْ يُرِدْهُ * فَبِالْحَرَمَيْنِ أَوْ أَقْصَى الثُّغُوْرِ

'তোমার সাক্ষাৎ যে পেতে চায়, সে যেন চলে যায় মক্কায় কিংবা ভূখণ্ডের শেষ সীমানায়'[৮৬]

---

৮৩. সহিহুল বুখারি : ২৮১১।
৮৪. ফাতহুল বারি : ৩০/৬।
৮৫. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪১৮/২৮।
৮৬. শাজারাতুজ জাহাব : ৩৩৪/১।

মুসলিম ভাই আমার!

চলো... একনজর দেখে আসি—জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণ কেমন কষ্ট সহ্য করেন? কী ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তির-তরবারির লড়াই চালিয়ে যান? বিশর বিন রাবিয়া কাদিসিয়ার রণাঙ্গনের চিত্র এঁকেছেন এভাবে—

تَذَكَّرْ- هَدَاكَ اللهُ - وَقْعَ سُيُوفِنَا * بِبَابِ قُدَيْسٍ وَالْمَكَرُّ عَسِيرُ

عَشِيَّةَ وَدَّ الْقَوْمُ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ * يُعَارُ جَنَاحَيْ طَائِرٍ فَيَطِيْرُ

إِذَا بَرَزَتْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا كُتَيْبَةٌ * أَتَوْنَا بِأُخْرَى كَالْجِبَالِ تَمُوْرُ

فَضَارَبْتُهُمْ حَتَّى تَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ * وَطَاعَنْتُ إِنِّيْ بِالطَّعَانِ مَهِيْرُ

'আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন। স্মরণ করো, কাদিসিয়ার উপকণ্ঠে লড়াই যখন তুমুল হয়ে উঠেছিল, আমাদের তরবারির জোর কী ভয়াবহ ছিল! দুশমনরা মনে-প্রাণে কামনা করছিল, যদি তাদের একজোড়া ডানা ধার দেয়া হতো, মৃত্যু থেকে বাঁচতে তারা পাখির মতো উড়ে যেত। একের পর এক সৈন্যদল এগিয়ে আসছিল দোলায়িত পাহাড়ের ন্যায়। তবু আমি লড়াই করে গেছি তাদের বিশৃঙ্খল হয়ে পড়া পর্যন্ত। বর্শা হাতে অবিরত লড়েছি—বর্শাচালনায় আমি সুদক্ষ।'[৮৭]

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ বলেন, 'আব্দুর রহমান বিন সামুরা ﵁-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ কাবুল অভিযানে বের হন। তাঁরা একটি পাহাড়ি খাঁজে এসে পৌঁছান, যেখানে শুধুই একজন দাঁড়াতে পারবে। তিনি বলেন, "কে এখানে দাঁড়াবে?" লোকেরা বলে, "উমর বিন আব্দুল্লাহ বিন উবাইদুল্লাহ বিন মামার।" তারা তাকে ডেকে এনে বলে, "এখানে দাঁড়ান আপনি।" তিনি দাঁড়ান। সহসা একটি তিরের আঘাতে আহত হয়ে পড়ে যান তিনি। তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর সে স্থানে লোকেরা পরামর্শক্রমে দাঁড় করিয়ে দেয় আব্বাদ বিন হুসাইনকে। আমরা তাঁর মতো বীরচেতা মুজাহিদ আর দেখিনি। কাফিররা তাঁর মোকাবিলা করছে, তির ছুড়ছে এবং লড়াই করছে আর তিনি তাকবির দিচ্ছেন এবং বীরবিক্রমে লড়ে

---

৮৭. আস-সিয়ার : ৩৬৫/১।

যাচ্ছেন। এভাবেই চলতে থাকে। রাতের কোনো এক প্রহরে থেমে যায় তাঁর আওয়াজ। আমরা তাঁর কোনো সাড়া পাই না। আমরা বলে উঠি, ইন্নালিল্লাহ! আব্বাদ শহিদ হয়ে গেছে।

সকাল হলে বুঝতে পারি—রাতে তিনি আক্রমণ করেছিলেন। দুশমনদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন সংকীর্ণ সেই খাঁজে দাঁড়িয়ে। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চিৎকারের কারণে কণ্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার আওয়াজ।'[৮৮]

জুবাইর ﷺ যখন আমর বিন আস ﷺ-এর কাছে এসে দেখতে পান—তিনি ব্যাবিলন দুর্গ অবরোধ করেছেন। কালক্ষেপণ না করে তিনি ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ পরিবেষ্টনকারী পরিখা প্রদক্ষিণ করেন। তারপর পরিখার চারপাশে মুজাহিদদের বিন্যস্ত করে দেন। অবরোধ দীর্ঘ হতে হতে সাত মাস হয়ে যায়। জুবাইরকে বলা হয়, এখানে মহামারি হয়। তিনি উত্তর দেন, 'বর্শার আঘাত ও মহামারির জন্যই আমরা এসেছি।'[৮৯]

يَا رَاكِبِيْنَ عِتَاقَ الْخَيْلِ ضَامِرَةً * كَأَنَّهَا فِيْ مَجَالِ السَّبَقِ عِقْبَانٌ

وَحَامِلِيْنَ سُيُوْفَ الْهِنْدِ مُرْهَفَةً * كَأَنَّهَا فِيْ ظَلَامِ اللَّيْلِ نِيْرَانٌ

وَرَاتِعِيْنَ وَرَاءَ النَّهْرِ فِيْ دَعَةٍ * لَهُمْ بِأَوْطَانِهِمْ عِزٌّ وَسُلْطَانٌ

'হে ছিপছিপে তাজি ঘোড়ার আরোহীরা! বাজির ময়দানে ঈগলের মতো ক্ষিপ্র যার গতি। হে ধারালো ভারতীয় অসিধারী! অন্ধকারে যা ঝলসে ওঠে আগুনের মতো। হে সাগরের ওপারে নিরুপদ্রব জীবনযাপনকারী! সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে যারা শাসন করে আপন ভূখণ্ড।'

ইবনে উমর ﷺ বলেন, 'মুতার যুদ্ধের দিন আমি জাফর বিন আবু তালিব ﷺ-কে জড়িয়ে ধরি, তাঁর শরীরের সামনের অংশে চল্লিশটির অধিক বর্শা ও তরবারির আঘাত দেখতে পাই।'[৯০]

---

৮৮. মাকারিমুল আখলাক : ৪২।
৮৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ১০৭/৩।
৯০. আস-সিয়ার : ২১০/১।

আল্লাহর পথে সফর করতে তাঁরা সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহর নির্দেশিত এই ইমানি সফর বান্দাকে তাঁর প্রিয় করে তোলে।

আবু উমামা ﵁ হতে বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের অনুমতি দিন।' নবি ﷺ বলেন :

إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِيْ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

'আমার উম্মতের সন্ন্যাসজীবন হলো আল্লাহর পথে জিহাদ।'[৯১]

শায়িরে ইসলাম কবি ইকবাল ﵀ কত চমৎকারই না বলেছেন :

مَنْ ذَا الَّذِيْ رَفَعَ السُّيُوْفَ * لِيَرْفَعَ اسْمَكَ فَوْقَ هَامَاتِ النُّجُوْمِ مَنَارَا

كُنَّا جِبَالًا فِيْ الْجِبَالِ وَرُبَّمَا * سِرْنَا عَلَـى مَـوْجِ الْبِحَارِ بِحَارَا

بِمَعَابِدِ الْإِفْرَنْجِ كَانَ آذَانُنَا * قَبْلَ الْكَتَائِبِ يَفْتَـحُ الْأَمْصَارَا

لَمْ تَنْسَ أَفْرِيْقِيَا وَلَا صَحْرَاؤُهَا * سَجْدَاتِنَا وَالْأَرْضُ تَقْذِفُ نَارًا

وَكَأَنَّ ظِلَّ السَّيْفِ ظِـلُّ حَدِيْقَـةٍ * خَضْرَاءَ تُنْبِتُ حَوْلَنَا الْأَزْهَارَا

لَمْ نَخْـشَ طَاغُوْتًا يُحَارِبُنَا * وَلَوْ نَصَبَ الْمَنَايَا حَوْلَنَا أَسْوَارَا

نَدْعُوْ جِهَارًا لَا إِلَهَ سِوَى الَّذِيْ * صَنَعَ الْوُجُوْدَ وَقَدَّرَ الْأَقْدَارَا

وَرُؤُسُنَا يَا رَبِّ فَـوْقَ أَكُفِّنَا * نَرْجُوْ ثَوَابَكَ مَغْنَمًا وَجِوَارًا

'কে সে জন? যে উত্তোলন করেছে উন্মুক্ত কৃপাণ—তোমার মহিমা সমুন্নত করতে নক্ষত্র শীর্ষের আলোকস্তম্ভরূপে। পাহাড়ের বুকে আমরা ছিলাম আরেক পাহাড়—কঠিন, অটল, অবিচল। সমুদ্রের উত্তাল উর্মিমালার শিখর বেয়ে এগিয়ে যেত আমাদের কাফেলা। ফিরিঙ্গিদের গির্জায় আমাদের উচ্চকিত আজানের ধ্বনি সৈন্যবাহিনীর আগেই জয় করেছে কত নগরী! আফ্রিকার রৌদ্রদগ্ধ

---

৯১. সুনানু আবি দাউদ : ২৪৮৬।

উত্তপ্ত মরুভূমি এখনো ভুলেনি আমাদের সিজদা। তরবারির ছায়া যেন আমাদের চারপাশে পুষ্পসজ্জিত সবুজ বাগানের ছায়া। ভয় পাই না মোরা কোনো লড়াকু তাগুতকে। মৃত্যু পারে না বাধা হয়ে দাঁড়াতে আমাদের সামনে। আমরা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করি, বিশ্বজগৎ ও তাকদিরের স্রষ্টা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। প্রাণ মোদের হাতের মুঠোয় হে আল্লাহ! সাওয়াব, গনিমত আর তোমার সান্নিধ্যই আমাদের পরম লক্ষ্য।'

জুবাইর বিন নুফাইর ﵀ বলেন, 'সাইপ্রাস বিজিত হলে সেখানকার অধিবাসীদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। তারা একে অপরের জন্য কান্নাকাটি করে। আমি দেখি, আবু দারদা ﵁ একাকী বসে কাঁদছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'হে আবু দারদা! আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করেছেন—এমন একটি দিনে আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বলেন, 'কী আশ্চর্য হে জুবাইর! আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ফলে মানুষ কত মূল্যহীন হয়ে যায়! অথচ একদা তারাই প্রবল পরাক্রমে শাসন করেছে এই ভূমি। আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দেয়ার কারণেই তাঁদের এই পরিণতি, যা তুমি দেখছ।'[৯২]

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল খালিক বলেন, একবার রোমকরা কতিপয় মুসলিম নারীকে বন্দী করে। এ সংবাদ রাক্কা নগরীতে পৌঁছে। আমিরুল মুমিনিন হারুনুর রশিদ তখন সেখানেই অবস্থান করছেন। মানসুর বিন আম্মারকে বলা হয়, আপনি আমিরুল মুমিনিনের নিকটেই একটি মজলিস করে লোকজনকে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলে ভালো হবে। তিনি একটি স্থানে সবাইকে সমবেত করেন। তিনি ওয়াজ করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন—এমন সময় একটি মোহর করা মজবুতভাবে বাঁধা কাপড়ের থলে মানসুরের উদ্দেশে নিক্ষেপ করা হয়। থলের সঙ্গে যুক্ত আছে একটি চিঠি। তিনি চিঠি খুলে পড়তে শুরু করেন, 'আমি এখানকার আরব ঘরানার একজন নারী। মুসলিম নারীদের ব্যাপারে রোমকদের কার্যকলাপের খবর আমি পেয়েছি। আপনার উদ্দীপনামূলক বক্তব্য শুনেছি। তাই নিজের শরীরের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ, আমার চুলের বেণিদুটি কেটে এই বদ্ধ থলের ভেতর দিয়েছি। আল্লাহর দোহাই, আপনি

---

৯২. আল-জাওয়াবুল কাফি : ৮১।

সেগুলো আল্লাহর পথে জিহাদরত ঘোড়ার রশি হিসেবে ব্যবহার করুন। হয়তো আল্লাহ তাআলা সেই মুহূর্তে রহমতের দৃষ্টিতে আমার দিকে এক পলক দেখবেন। মানসুর নিজেও কাঁদেন, লোকেরাও কাঁদে। হারুনুর রশিদ সর্বাত্মক অভিযানের ঘোষণা দেন। তিনি নিজে স্বয়ং যুদ্ধে উপস্থিত থাকেন। শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করে আল্লাহর সাহায্যে বিজয়লাভ করেন।

ইমাম জাহাবি ﵀ বলেন, 'এই মহিলার কাজ ভুল হলেও তাঁর উদ্দেশ্য সৎ ও সুন্দর। কারণ সে জানে না—সে যা করেছে, তা শরিয়তে নিষিদ্ধ। তাই তার নিয়তের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।'

হে আমার মুসলিম ভাই!

জিহাদের আছে অনেক পর্যায়। এতে অংশগ্রহণের উপায়ও অসংখ্য : অন্তর, সম্পদ, পরিশ্রম, চিন্তা, পরামর্শ, লেখালেখি, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ، وَمُنْبِلَهُ. وَارْمُوا، وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا. لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلَّا ثَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ، فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا «أَوْ قَالَ» كَفَرَهَا

'আল্লাহ তাআলা একটি তিরের মাধ্যমে তিন জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : এক. তিরটির প্রস্তুতকারী—যদি সে সাওয়াবের আশায় প্রস্তুত করে থাকে। দুই. তিরটি নিক্ষেপকারী। তিন. নিক্ষেপকারীর হাতে সরবরাহকারী। তোমরা তিরন্দাজি ও অশ্বচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করো। তিন ধরনের খেলাধুলা অনুমোদিত : ক. ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া। খ. আপন স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক করা। ও গ. তির-ধনুক চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া। তোমাদের অশ্বচালনার প্রশিক্ষণের চেয়ে তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ আমার নিকট বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তিরন্দাজি শেখার পর অনাগ্রহবশত তা ছেড়ে দেয়, সে একটি

নিয়ামত পরিত্যাগ করে। অথবা বলেন, সে একটি নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে!'[৯৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে অর্থ-ব্যয়কারীদের প্রশংসা করে বলেন :

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

'যে সকল মুমিন কোনো ওজর ব্যতীত ঘরে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করে—উভয়ে সমান নয়। আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদকারীদেরকে মর্যাদার বিচারে গৃহে উপবিষ্টদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর প্রত্যেককেই আল্লাহ তাআলা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মুজাহিদদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের ওপর বিপুল সাওয়াবের মাধ্যমে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া; আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[৯৪]

জাইদ বিন খালিদ ﵁ হতে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোনো মুজাহিদকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র জোগাড় করে দেয়, সে যেন স্বয়ং যুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদ পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করে, সে যেন স্বয়ং যুদ্ধ করে।'[৯৫]

---

৯৩. সুনানু আবি দাউদ : ২৫১৩।

৯৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৯৫-৯৬।

৯৫. সহিহুল বুখারি : ২৮৪৩।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদকে আসবাবপত্র সরবরাহ করে, তার জিহাদের কারণে সেও সাওয়াব পায়। প্রত্যেক জিহাদেই এই সাওয়াব পাওয়া যায়—তা কম হোক বা বেশি। যে ব্যক্তি মুজাহিদ পরিবারের উত্তমরূপে দেখাশোনা করে—তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে, তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে অথবা তাদের কাজকর্মে সহায়তা করে; এগুলোর পরিমাণের তারতম্য অনুসারে সাওয়াবের পরিমাণও ভিন্ন হবে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের কল্যাণে কোনো কাজ করে কিংবা তাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায় করে, তবে তার প্রতি সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এই হাদিসে।'[৯৬]

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য জেনে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য কোনো ঘোড়া প্রতিপালন করে, সে ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, মলমূত্র সবকিছু কিয়ামতের দিন তার আমলের পাল্লায় উঠবে।'[৯৭]

আবু মাসউদ ﷺ বলেন, 'একলোক লাগাম পরিহিত একটি উটনী নিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলে, "এটি আল্লাহর পথে দান করছি।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

"এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তোমার জন্য রয়েছে সাতশ উটনী, যার প্রতিটিই হবে লাগাম পরিহিত।"'[৯৮]

---

৯৬. শারহু সহিহি মুসলিম, ইমাম নাবাবি : ৪০/১৩।
৯৭. সহিহুল বুখারি : ২৮৫৩।
৯৮. সহিহু মুসলিম : ১৮৯২।

আবু ইয়াহইয়া খুরাইম বিন ফাতিক 🙟 বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোনো কিছু দান করে, এর বিনিময়ে তার জন্য সাতশ গুণ সাওয়াব লেখা হয়।'[৯৯]

মুসলমানরা যখন জান-মাল ব্যয় করে জিহাদ করার হিম্মত হারিয়ে ফেলে, কাফিররা তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক সর্বপ্রকার সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করে। তারা ছড়িয়ে পড়ে ভূখণ্ডের আনাচে-কানাচে—প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মহল্লায়। ধ্বংস করে দেয় শস্যখেত ও পিষে মারে মুসলিম সন্তানদের। মুসলমানগণ নিজ ভূখণ্ডেও আর মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। তাদের ওপর বসিয়ে দেয়া হয় কর। লুট করা হয় তাদের উৎকৃষ্ট মালপত্র। শত্রুদের হাতে চলে যায় তাদের যত সম্পত্তি ও ধনভান্ডার।'

رُبَّ وَامُعْتَصِمَاهُ انْطَلَقَتْ * مِلْءَ أَفْوَاهِ الصَّبَايَا الْيُتَّمِ

لَامَسَتْ أَسْمَاعَهُمْ لَكِنَّهَا * لَمْ تُلَامِسْ نَخْوَةَ الْمُعْتَصِمِ

'বাঁচাও হে মুতাসিম! বাঁচাও হে মুতাসিম!—আর্তনাদ ভেসে আসে কত অসহায় বালিকার। কত মানুষের কর্ণকুহরে আঘাত হানে গগনবিদারী এই চিৎকার! আঘাত হানে না কেবল কোনো মুতাসিমের আত্মমর্যাদাবোধে।'

مَرَرْتُ عَلَى الْقُدْسِ الشَّرِيْفِ مُسَلِّماً * عَلَى مَا تَبْقَى مِنْ رُبُوْعٍ كَأَنْجُمِ

فَفَاضَتْ دُمُوْعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً * عَلَى مَا مَضَى مِنْ عَصْرِنَا الْمُتَقَدِّمِ

فَلَوْ كَانَ يُفْدَي بِالنُّفُوْسِ فَدَيْتُهُ * بِنَفْسِيْ وَهَذَا الظَّنُّ فِيْ كُلِّ مُسْلِمِ

'মহান কুদসের পাশ ঘেঁষে আমি হেঁটে যাই; সালাম জানাই তারকারাজি ন্যায় ঝলমলে আজও টিকে থাকা ঘরগুলোকে। অশ্রু-

---

৯৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৬২৫। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান।

প্লাবনে হাবুডুবু খাই—হারানো অতীতের তীব্র অনুরাগে। যদি সম্ভব হতো তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে দিতাম আমার প্রাণ। আর এই আমার সুধারণা প্রতিটি মুসলমানের ওপরও।'

হে আমার মুসলিম ভাই!

দৃশ্যগুলো তাড়ানো যায় না কোনোভাবেই। ভাসতে থাকে চোখের তারায়। প্রতিদিন নেমে আসছে নতুন বিপর্যয়। দুর্ঘটনার বার্তাই যেন নিয়ে আসে প্রতিটি সকাল। শুনতে কি পাও না?—অবুঝ শিশুর কান্না আর অবলা নারীর বুকফাটা আর্তনাদ?

فِيْ خَيْمَةٍ عَصَفَتْ رِيْحُ الزَّمَانِ بِهَا

لَمَحْتُ بَعْضَ بَنِيْ قَوْمِيْ وَقَدْ سَلِمُوْا

فَأَسْلَمُوْا لِنُيُوْبِ اللَّيْثِ ضَارِيَةً

وَالْبَرْدِ وَالْجُوْعِ وَالْإِذْلَالِ وَالْأَلَمِ

'কালের প্রলয়ংকরী ঝড়ে উপড়ে যাওয়া তাঁবুতে আমি দেখেছি কতিপয় বেঁচে যাওয়া স্বজাতির পীড়িত মুখ। দেখেছি শীত, ক্ষুধা, লাঞ্ছনা, দুর্দশা আর হিংস্র জানোয়ারের থাবার সামনে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণ।'

মুসলিম ভাই আমার!

سَأَلَـــــتْنِيْ فِيْ حِمَانَا ظَبْيَةٌ * أَتُحِبُّ الشَّوْقَ فِيْ عَيْنٍ صَبِيَّةٍ

قُلْتُ لَا أَعْشَقُ طَرْفًا نَاعِسًا * وَخُدُوْدًا وَشِفَاهًا قِـــــرْمِـــزِيَّةً

إِنَّمَا أَعْشَقُ صَدْرًا عَامِراً * يَحْمِلُ الْمَوْتَ وَيَزْهُوْ بِالْمَنِيَّةِ

أَدْرَكَتْ سِرِّيْ وَقَالَتْ ظَبْـــيَـــتِـــيْ

أَنْتَ لَا تَعْشَقُ غَيْرَ الْبُنْدُقِيــَّةِ

‘চারণভূমিতে আমাকে জিজ্ঞেস করে এক হরিণী—বালিকার আকুতিভরা চোখ কি ভালোবাসো তুমি? নিদ্রালু চোখ, গোলাপি গাল কিংবা রক্তাভ ঠোঁটে আসক্ত নই আমি। আমাকে মুগ্ধ করে সুশোভিত হৃদয়—যা ধারণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ—মৃত্যুর ঐশ্বর্যে যা হয়ে ওঠে মহীয়ান। মনের কথা বুঝতে পেরে হরিণী বলে, তবে আর কী—বন্দুকই তোমার প্রেম-প্রেয়সী!’

আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। কবি সত্যই বলেছেন :

السَيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ * فِيْ حَدِّهِ الْحَدُّ بَيْنَ الْجِدِّ واللَّعِبِ

بِيْضُ الصَّفَائِحِ لَا سُوْدُ الصَّحَائِفِ فِيْ * مُتُوْنِهِنَّ جَلَاءُ الشَّكِ وَالرِّيَبِ

‘বই-পুস্তক নয়, তলোয়ারই বয়ে আনে বিশুদ্ধ সংবাদ। তরবারির আঘাতই রচনা করে বাস্তবতা ও হেঁয়ালির ফারাক। পুঁথি-কিতাবের সম্ভার নয়, চকচকে তলোয়ারই দূর করে যত দ্বিধা-সংশয়।’

জিহাদ পরিত্যাগকারীর প্রতি হুঁশিয়ারি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

‘তুমি বলে দাও, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের চেয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্রীয় লোক, ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করো এবং ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আল্লাহ ফাসিকদের সঠিক পথ দেখান না।’[১০০]

এখানে আটটি লোভনীয় বস্তুর কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো মোহগ্রস্ত করে রাখে দুনিয়াদারের মন এবং পছন্দনীয় করে তোলে দীর্ঘ পার্থিব জীবন। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রবল হলে তার কাছে তুচ্ছ হয়ে পড়ে দুনিয়ার যত মায়া। আল্লাহর পথে সে বিলিয়ে দেয় তার জীবন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্বয়ং ক্রেতা হন, বিক্রেতা হয় শহিদ আর মূল্য হয় চিরস্থায়ী জান্নাত!

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾

‘হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর পথে জিহাদে বের হও, তখন তোমরা মাটির সঙ্গে আঁকড়ে থাকো

---

১০০. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ২৪।

(একেবারেই গা তুলতে চাও না)। তোমরা কি তবে আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট? দুনিয়ার জীবনের ভোগ তো আখিরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। যদি তোমরা আল্লাহর পথে বের না হও, তাহলে তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।'[১০১]

(اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ) 'মাটির সঙ্গে আঁকড়ে থাকো'—কথাটির অর্থ হচ্ছে, তোমরা দুনিয়ার সুখ-শান্তি কামনা করো এবং এখানেই থেকে যেতে চাও।

ইমাম কুরতুবি ﷺ বলেন, 'এই আয়াতে জিহাদ পরিত্যাগ ও দ্রুত অভিযানে না বেরিয়ে অলস বসে থাকার নিন্দা করা হয়েছে।'

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে কখনো জিহাদ করল না কিংবা জিহাদের কথা তার মনে কখনো উদিতও হলো না, সে যেন নিফাকের একটি শাখার ওপর মারা গেল।'[১০২]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'একদল লোক ফিতনায় পতিত হওয়ার ভয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। বিরত থাকে সেই কিতাল থেকে, যার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয়। এই পথ ধরে তারা মূলত ফিতনাতেই পতিত হয়। অনেক দ্বীনদার লোকেরই এই অবস্থা। তাদের ওপর আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ফরজ হয়েছে এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় জিহাদও ফরজ হয়েছে। কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের লোভে পড়ে ফিতনার শিকার হওয়ার ভয়ে এই ফরজগুলো আদায় করছে না। আসলে যে ফিতনা থেকে তারা বাঁচতে চেয়েছে, ওই ফরজগুলো ছেড়ে দিয়ে তারা তার চেয়েও বড় ফিতনায় নিপতিত হয়েছে।'[১০৩]

---

১০১. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৮-৩৯।
১০২. সহিহু মুসলিম : ১৯১০।
১০৩. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৬৭/২৮।

শাহাদাতের ফজিলত

শাহাদাত মহান এক মর্যাদার নাম। এর ফজিলত বিশাল ও বিস্তৃত। এই মহান মর্যাদা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিছু প্রিয় বান্দাকে বিশেষভাবে দান করেছেন, যাতে তারা জান্নাতের সুউচ্চ মর্তবা হাসিল করতে পারে এবং কিয়ামতের দিন নবি-রাসুল ও সিদ্দিকগণের কাফেলায় শামিল হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

> 'তাঁরা ওই সব ব্যক্তির সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন : অর্থাৎ নবি, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর সঙ্গী হিসেবে এঁরাই সর্বোত্তম।'[১০৪]

সুতরাং আল্লাহর বিশেষ বান্দা চার প্রকার। শহিদগণ এর অন্তর্ভুক্ত।

শহিদ নামকরণের কারণ নির্ণয়ে একাধিক বক্তব্য পাওয়া যায় :

১. শহিদের ব্যাপারে যেহেতু জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। তাই তাকে শহিদ বলা হয়। আর 'শাহাদাহ' অর্থ সাক্ষ্য দেয়া। এখানে শহিদ মানে মাশহুদ তথা যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে।
২. শহিদ মানে (شَاهِدٌ) শাহিদ। শাহিদ অর্থ উপস্থিত। শহিদ জান্নাতে উপস্থিত হবে। তাই তার এ নাম।
৩. তাকে শহিদ বলা হয়; কারণ আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ তার জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দেন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর মধ্যে যেটিই শুদ্ধ হোক, মুসলমান মাত্রেরই উচিত হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না লালন করা এবং শহিদ হওয়ার সুযোগ সন্ধান করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শহিদদের তাঁর অপার দয়ায় অসংখ্য ফজিলতে ভূষিত করেছেন। স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের অগণিত কৃতিত্বের।

---

১০৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৬৯।

আর এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক! তারাই তো নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আপন প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে আল্লাহর সামনে পেশ করে। তাদের চাওয়া থাকে কেবল আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান।

আমি এখানে সংক্ষেপে জিহাদের প্রামাণ্য কিছু ফজিলত বর্ণনা করব। জিহাদের মর্যাদার জন্য এর যেকোনো একটিই যথেষ্ট।

শহিদগণ জীবিত এবং রবের কাছ থেকে রিজিকপ্রাপ্ত। তাদের রুহ থাকে সবুজ পাখির উদরে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না। বস্তুত, তারা প্রভুর কাছে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তাতে তারা আনন্দিত; তারা তাদের জন্যও আনন্দ প্রকাশ করে, যারা তাদের পেছন থেকে এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি (অর্থাৎ অনাগত সময়ে শহিদ হবে বলে নির্ধারিত আছে); এ জন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদের দুঃখও করতে হবে না।'[১০৫]

প্রখ্যাত তাবিয়ি মাসরুক ﵀ বলেন, 'আমরা ইবনে মাসউদ ﵁-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

---

১০৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৬৯-১৭০।

“যারা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়েছে, তাদের তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না।”

তিনি বলেন, “আমরা রাসুল ﷺ-কে এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইরশাদ করেন :

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلَاعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا

“তাদের রুহসমূহ রক্ষিত থাকে সবুজ পাখির উদরে। পাখিগুলোর জন্য রয়েছে আরশের সাথে ঝুলন্ত অসংখ্য দীপাধার। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে, তারপর ফিরে আসে সেই দীপাধারে। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের দিকে দয়া ও রহমতের নজরে তাকান এবং বলেন, “তোমাদের কোনো বাসনা আছে?” তারা বলে, “আমাদের আর কী বাসনা থাকবে; আমরা তো জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করছি!” আল্লাহ তাআলা তাদের তিনবার এমন প্রশ্ন করেন। যখন তারা দেখে কোনো কিছু না চাইলে প্রশ্ন থেকে তারা রেহাই পাচ্ছে না, তখন বলে, “হে আমাদের রব! আমরা চাই আপনি আমাদের রুহ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আপনার রাস্তায় আবার শহিদ হতে পারি।” যখন আল্লাহ তাআলা দেখেন তাদের (পাওয়ার উপযুক্ত) কিছু চাওয়ার নেই, তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।”’[১০৬]

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ، وَمَشْرَبِهِمْ، وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا، أَنَّا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ لِئَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ} [آل عمران: ١٦٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

'উহুদ যুদ্ধের দিন যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহিদ হন, আল্লাহ তাআলা তাদের রুহসমূহ সবুজ বর্ণের পাখির উদরে স্থাপন করেন। পাখিগুলো জান্নাতের নহরসমূহে পানি পান করে, সুমিষ্ট ফল-ফলাদি খায় আর আরশের ছায়ায় স্থাপিত স্বর্ণনির্মিত দীপাধারে বাস করে। সুস্বাদু পানাহার ও মনোরম বিশ্রামস্থল পেয়ে তারা বলে, "আমাদের ভাইদেরকে আমাদের ব্যাপারে কে জানাবে?—আমরা যে জান্নাতে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত; যাতে তারা জিহাদে উদাসীন না হয় এবং লড়াই থেকে পিছিয়ে না থাকে।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের পক্ষ থেকে আমিই তাদের নিকট পৌঁছে দেবো।" তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাঁদের তুমি কখনো মৃত মনে কোরো না।"'[১০৭]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, 'অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে, শহিদগণের জীবন একটি সুনিশ্চিত বাস্তবতা। তারা জান্নাতে জীবিত এবং রিজিকপ্রাপ্ত, যেমনটি

১০৭. সুনানু আবি দাউদ : ২৫২০।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন। অবশ্য তারা মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের দেহ মাটিতে মিশে যায়, তবু সকল মুমিনের মতো তাদের রুহসমূহ জীবিত থাকে। আর শহিদ হওয়ার পর থেকেই জান্নাত হতে রিজিক প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে অন্য মুমিনগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়। যেন তাদের দুনিয়ার জীবন অব্যাহত থাকে।'

জান্নাতে প্রবেশের পর কেউ সেখান থেকে বের হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না; যদিও দুনিয়ার সবকিছু তাকে দিয়ে দেয়া হয়। কেবল শহিদগণই এর ব্যতিক্রম। তারা মনে-প্রাণে চাইবে, আল্লাহ তাআলা যেন তাদের আবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা জিহাদ করে পূর্বের ন্যায় পুনরায় শহিদ হতে পারে। আল্লাহর কাছে শাহাদাতের বিপুল সম্মান ও মর্যাদা দেখেই তারা এমন আকাঙ্ক্ষা করবেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، غَيْرُ الشَّهِيدِ، فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

'ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর মালিকানা দেয়া হলেও কেউ জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ায় ফিরে আসতে চাইবে না—একমাত্র শহিদ ব্যতীত; সে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন আরও দশবার শহিদ হয়। কেননা, সে দেখে শাহাদাতের কী মর্যাদা!'[১০৮]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ

১০৮. সহিহুল বুখারি : ২৮১৭, সহিহু মুসলিম : ১৮৭৭।

'শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমার ইচ্ছা করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহিদ হই; তারপর আবার জিহাদ করে শহিদ হই; তারপর আবার জিহাদ করে শহিদ হই।'[১০৯]

দেখুন, হে প্রিয় ভাই!

ভূপৃষ্ঠে পদচারণাকারীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যার পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে, যিনি মানবজাতির সর্দার—তিনিও শপথ করছেন যে, তিনি শাহাদাতের তামান্না লালন করেন। তাহলে ওই সব মানুষের কী অবস্থা, যারা ডুবে আছে গুনাহের সমুদ্রে, মজে আছে দুনিয়াবি বিলাসিতায়। তারাই আবার শাহাদাত থেকে পালিয়ে বেড়ায়, গুরুত্ব দেয় না এই মহান মর্যাদাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণবিচ্যুত এই পিছিয়ে পড়া থেকে দূরে রাখুন।

আল্লাহ হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত যত গুনাহ বান্দা করেছে, শাহাদাত সবকিছুকে নিঃশেষে মুছে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

'ঋণ ব্যতীত শহিদের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।'[১১০]

আরেক রিওয়ায়েতে আছে :

الْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ

'আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ঋণ ব্যতীত সবকিছুর কাফফারা হয়ে যায়।'[১১১]

ইমাম কুরতুবি ﷺ তার তাফসিরে লেখেন, 'যে কর্জ দেনাদারের জান্নাতে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা হলো, যা আদায় করার মতো সম্পদ

---

১০৯. সহিহুল বুখারি : ৭২২৬, সহিহু মুসলিম : ১৮৭৬।
১১০. সহিহু মুসলিম : ১৮৮৬।
১১১. সহিহু মুসলিম : ১৮৮৬।

> ‘সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে—আল্লাহ-ই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হবে—কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে উপস্থিত হবে যে, তার জখম থেকে রক্ত গড়াতে থাকবে। এর রং হবে রক্তের; কিন্তু সুবাস হবে মিশ্‌কের।’[১২১]

শহিদের মৃত্যুর সময় পৃথিবীতেও অনেক সময় সেই পবিত্র ঘ্রাণ অনুভব করা যায়। যার দৃষ্টান্ত অগণিত। এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, ‘একবার এক কৃষ্ণাঙ্গ লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলে, “হে আল্লাহর রাসুল! আমি দুর্গন্ধময় কালো দেহের একজন মানুষ। কোনো সম্পদও নেই আমার। বলুন, ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে?” রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দেন, “জান্নাতে।” ফিরে গিয়ে সে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট এসে বলেন :

قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ، وَطَيَّبَ رِيحَكَ، وَأَكْثَرَ مَالَكَ

> “আল্লাহ তাআলা তোমার চেহারা সুন্দর করেছেন। সুঘ্রাণে ভরে দিয়েছেন তোমার শরীর। বৃদ্ধি করেছেন তোমার ধনসম্পদ।”

তাঁর এবং অন্যের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، نَازَعَتْهُ جُبَّةً لَهُ مِنْ صُوفٍ، تَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ

> “আমি দেখেছি তাঁর আয়তলোচনা জান্নাতি স্ত্রীকে তাঁর পশমের জুব্বা ধরে টানাটানি করছে—ঢুকে পড়েছে জুব্বার ভেতর!”’[১২২]

---

১২১. সহিহুল বুখারি : ২৮০৩, সহিহ্ মুসলিম : ১৮৭৬।

১২২. হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে শাইখানের শর্তানুসারে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম জাহাবিও তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

মৃত্যুর পর হতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত শহিদের আমলের সাওয়াব ও রিজিক জারি থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ

'আল্লাহর পথে একদিন ও একরাত পাহারা দেওয়া এক মাস সাওম পালন এবং রাত জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তবে এ আমলের সাওয়াব জারি থাকবে। তার রিজিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে আখিরাতে ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।'[১২৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন :

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ

'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত ব্যক্তির আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে—শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে আল্লাহর পথে পাহারা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার আমলের সাওয়াব কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।'[১২৪]

আল্লাহর রাস্তায় একরাতের প্রহরী মাসজুড়ে দিনভর সাওম ও রাতভর তাহাজ্জুদে লিপ্ত ইবাদতগুজার বান্দার ন্যায়! আর পাহারাদারি করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কিয়ামত পর্যন্ত পাহারায় লিপ্ত থাকার মতোই সাওয়াব!

---

১২৩. সহিহ্ মুসলিম : ১৯১৩।
১২৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৬২১।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

'আল্লাহর পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম। জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম। আল্লাহর পথে বান্দার একটি সকাল বা বিকাল ব্যয় করা পৃথিবী ও ভূপৃষ্ঠের সবকিছু হতে উত্তম।'[১২৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে শহিদদের জন্য নির্মিত ঘরের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অবলোকন করেন। তিনি বলেন :

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيْ، فَصَعِدَا بِيَ الشَّجرةَ فَأَدْخَلَانِيْ دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، قَالَا : أَمَّا هذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ

'আজ রাতে স্বপ্নে আমার নিকট দুজন লোক আসে। আমাকে নিয়ে তারা একটি গাছে চড়ে। উৎকৃষ্ট ও সুন্দরতম একটি ঘরে তারা আমাকে প্রবেশ করায়। ইতিপূর্বে আমি এর চেয়ে সুন্দর ঘর দেখিনি। তারা আমাকে বলে, "এই ঘরটি হচ্ছে শহিদদের ঘর।"'[১২৬]

---

১২৫. সহিহুল বুখারি : ২৮৯২।
১২৬. সহিহুল বুখারি : ২৭৯১।

১২

প্রথম রক্তবিন্দু জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা শহিদকে ক্ষমা করে দেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ

'শহিদের জন্য আল্লাহর কাছে ছয়টি পুরস্কার রয়েছে : প্রথম রক্তবিন্দু জমিনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ক্ষমা করা হয়; তার জান্নাতের বাসস্থান তাকে দেখানো হয়।'[১২৭]

১৩

শহিদকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হয়। কিয়ামতের মহাভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকে। পূর্বোক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ

'তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হয়, আর কিয়ামতের মহাভীতি হতে সে নিরাপদ থাকে।'

---

১২৭. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৩।

সে রেখে যাওয়া সত্ত্বেও অসিয়ত করেনি কিংবা আদায় করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আদায় না করে মারা গেছে। আল্লাহ-ই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর যে ব্যক্তি দারিদ্র্য বা অভাব-অনটনের মতো কোনো অনিবার্য কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, অহেতুক খরচ কিংবা অপচয় করেনি—আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে যেতে বাধা দেবেন না, সে শহিদ হোক বা না হোক।'

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত আল্লাহর সঙ্গে কৃত লাভজনক ব্যবসা। শাহাদাতের মূল্য জান্নাত। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে?! আল্লাহ বলেন :

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জীবন ও সম্পদ। বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত!'[১১২]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾

'আর যারা আল্লাহর পথে শহিদ হয়, তিনি কখনো তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেন না। তাদের তিনি সুপথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন। আর তাদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে—যার কথা আগেই তাদের জানিয়েছেন।'[১১৩]

শহিদ আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়ার ব্যথা ততটুকু অনুভব করে, যতটুকু কেউ অনুভব করে চিমটি কাটলে! রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ

> 'তোমাদের কাউকে চিমটি কাটলে সে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে, শহিদ মৃত্যুর কষ্ট কেবল ততটুকুই অনুভব করে।'[১১৪]

তাফরিজুল কারব গ্রন্থকার বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে কিছু সাহাবির আলোচনা পাঠ করার সময় আশ্চর্য হতাম, তাঁদের কারও কারও শরীরে আশির উর্ধ্বে বর্শা বা তরবারির আঘাত পাওয়া যায়। আমরা তো সামান্য সুঁইয়ের খোঁচাতেই কাতর হয়ে পড়ি। কীভাবে তাঁরা এমন প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেন? এই হাদিসটি পড়ার পর আমার বিস্ময় দূর হয়! সুমহান সেই সত্তা যিনি ইবরাহিম ﷺ-এর জন্য আগুনকে শীতল ও নিরাপদ করে দেন।'

শহিদদের ওপর নবিগণের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল নবুওয়তের মর্যাদার কারণে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ

'নিহত ব্যক্তি তিন প্রকার।'

---

১১৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৬৬৮।

প্রথম প্রকারের আলোচনা করে তিনি বলেন :

رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَلِكَ الشَّهِيدُ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ

'যে মুমিন নিজের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহিদ হয়। সে পরীক্ষিত শহিদ—আরশের নিচে আল্লাহর তাঁবুতে তার অবস্থান। নবিগণ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেবল তাঁদের নবুওয়তের মর্যাদার কারণে।'[১১৫]

০৭
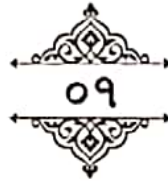
আল্লাহ তাআলা শহিদগণকে এতই সম্মানিত করেছেন যে, মাটি তাদের দেহ খায় না। জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ভূগর্ভস্থ নালা নির্মাণের প্রাক্কালে মুআবিয়া ﷺ ঘোষণা করেন, "উহুদের শহিদগণের মাঝে যাদের আত্মীয় আছে, তারা যেন নিজ শহিদদের নিতে আসে।" আমরা শহিদদের বের করি তরতাজা অবস্থায়। (নাড়াচাড়ার সময়) তাঁদের শরীর ভাঁজ হয়ে নুয়ে পড়ছে।' জাবির ﷺ বলেন, 'তাঁদের একজনের আঙুলে কোদালের ঘা লেগে যাওয়ায় ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়।'[১১৬]

এ ছাড়াও এই প্রসঙ্গে জাবির ﷺ-এর পিতার ঘটনাও রয়েছে। তিনি শহিদ হন উহুদ যুদ্ধে। মৃত্যুর ছেচল্লিশ বছর পর মুআবিয়া ﷺ-এর শাসনামলে তাঁর কবরে ঢলের পানি প্রবেশ করে। জাবির ﷺ বলেন, 'দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন। তাঁর শরীরে সামান্য পরিবর্তনও হয়নি।'[১১৭]

---

১১৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৬৫৭, সুনানুদ দারিমি : ২৪৫৫।

১১৬. মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক : ৬৬৫৬। ইবনুল মুবারকও হাদিসটি রিওয়ায়াত করেন।

১১৭. ওয়াকিদি তার মাগাজিতে এই ঘটনা উল্লেখ করেন।

শহিদদের অত্যধিক মর্যাদার কারণে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের দায়িত্ব দেন যেন লাশ ওঠানো পর্যন্ত তাকে ছায়া দেওয়া হয়।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন আমার পিতাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এনে রাখা হয়। কাফিররা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। আমি তাঁর মুখ থেকে কাপড় সরাতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করে। ইত্যবসরে এক উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারী নারীর আওয়াজ শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেন, "ও কে?" লোকেরা উত্তর দেয়, "আমরের মেয়ে।" অথবা তারা বলে, "আমরের বোন।"[১১৮] রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا

"সে কেন কাঁদছে?" অথবা বলেন, "সে যেন না কাঁদে।[১১৯] তাঁকে ওঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ পাখা দিয়ে ছায়া দিচ্ছিলেন।"'[১২০]
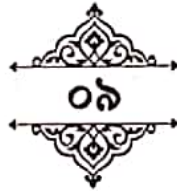
শাহাদাত লাভের অন্যতম ফজিলত হলো, আল্লাহ তাআলা সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি মিশ্‌ক দ্বারা শহিদকে সম্মানিত করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ

১১৮. বর্ণনাকারীর সংশয়।

১১৯. বর্ণনাকারীর সংশয়।

১২০. সহিহুল বুখারি : ১২৯৩, ২৮১৬; সহিহ মুসলিম : ২৪৭১।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

পরকালের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য—এ পরম সত্যকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে, সে তো সেই পথই আঁকড়ে ধরে, যে পথে সত্যিকারের এ সাফল্য নিহিত। এ সাফল্যের জন্য সে হাসিমুখে বরণ করে নেয় সকল কষ্টক্লেশ। যে পথ পৌঁছে দেবে জান্নাতের সীমানায়, যে পথের পথিক শেষ বিদায়ের সময়ও বলে, (فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) 'কাবার রবের শপথ! আমি সফলকাম হয়েছি।'—সে পথে তার কদম থাকে অটুট-অবিচল। এসো হে বন্ধু! তুমিও সে পথে চলবে। এক সুরে বলবে, 'চলো জান্নাতের সীমানায়'...

www.facebook.com/ruhamapublicationBD